

LIFE OF RAJAH RAM MOHUN

BY
JES CHUNDER CHUCKERBUTTY
A STUDENT OF THE
Dacca College

কাজী রামমোহন রায়ের
জীবন চরিত ।

কাজী রামমোহন রায়ের
জীবনচরিত্র চিত্রিত
কাজী
নবজিহাদ ।

কলিকাতা ।

প্রথম প্রকাশ - বিদ্যাসাগর মঠে প্রস্তুত

শকাব্দ ১৯৩১ সন ১২৬৩ ।
ইংলিসী ১৮৬৯ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ১

এই পুস্তক প্রকাশনারা আমি প্রকাশকমধ্যে
 পরিগণিত হইতে ইচ্ছুক নহ। কিন্তু এইক্ষণে
 আমি সকল প্রদেশেই প্রাকমজাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত
 হইয়াছে এবং তাৎপৰ্য্যের মজাঙ্গ রাজা রাম-
 সাহন রায়ের নামও এদেশের সকল জানে
 বলিতে সক্ষম হইবে। এই মজাঙ্গকমের জীবন-
 কাহিনী অবগত হইতে জানা যায় যে তিনি
 প্রকাশকমিয়া গান্ধী, বিন সেই প্রতিলাষের
 প্রসিদ্ধজনক বাঙ্গালিতে কোন পুস্তক না
 থাকায়, এবং সত্যদর্শিতারক ও দেশভিত্তি-
 তপ্রণয় মজাঙ্গের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা অবশ্য
 হইবা বিবেচনায়, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি
 প্রকাশন করিলাম। ইহার দ্বারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু
 মজাঙ্গনগণের সেই তৃষ্ণা যথাকথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত
 হইলেই সকল পরিশ্রম সফল এবং আপনাকে
 কৃতার্থ বোধ করিব।

এই পুস্তকের অধিকাংশই কলিকাতা প্রিন্টিং
 এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হই-

যাচে : জাতি উন্নয়ন অসম্পূর্ণতা বিচারে সমাজ
 পরিণামত জাতি : জিহ্বা, মস্তদুহ পর্ষায় (এ বিমল
 সংগ্রহে) কহা : আম'র কথ্যতাগীত তাঁহাতে কটি
 করি গাউ। অতঃপর সমাজে, পত্ন অমিত
 জাতিতে পারিত তাহা সমাজে কবিয়া, পূর্ণ
 মূল্যবান অতিবিশিষ্ট করিতে বাসনা আছে।
 এইক্ষণে সমাজে পারিতম্য ইহাও দেখা পাই-
 তাম প্রসিদ্ধি পাঠ করিয়াসকি বাণী হইতে।

জিয়া বরফুল চন্দ্রবর্তী।

চাকি, কামলক,

২০ আশ্বিন ১২৬৬

ভূতঃসংহা।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ।

বিখ্যাত মহাপুত্র রাজা রামমোহন রায়, ১৭৮১
সে, ১৭৮১ (খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি
মুম্বাই ব্রাহ্মণবংশ হইতে উদ্ভূত হন। তাঁহার
পুরুষেরা সকলেই ধর্ম্ম-পরায়ে ছিলেন। মাকুট
দিগের একমাত্র অনর্লহন ছিল, এবং ধর্ম্মযাজক-
তাঁহানগের ব্যবসায় ছিল। প্রায় ১৩০ বৎসর
ইহঁদের বংশধর হইয়া অতি রুদ্ধ-প্রসিতামহ
জন্ম, এবং তাঁহঁদের অনন্ত হইয়া, পল্লভ্রমণে
পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডে অভিলাষী হইলেন।
এই মহাবল পরাক্রান্ত প্রজাপিতৃক মগলভূমতি
রাজ্যবাসীদের রাজ্য-সময়ে, উক্ত ধর্ম্মপরায়ে
রামমোহন এই আশ্চর্য্য পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়।
মগলভূমাজ হিন্দুধর্ম্মপরায়ে ব্যক্তিমাত্রেই বিধম
না-যেহে পেমল করিতে সাধ্যমাত্রে ক্রটি করিতেন
স্বতন্ত্র কথিত পরিবর্তনটী, মগলদের হিন্দু-
প্রাণীভব স্বভাব জনাই সজ্জটিত হয়, কি তাঁহাদিগের
ক্রমেই হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা মুকঠিন।

যাহা হউক, রামমোহন রায়ের বুদ্ধি-প্রপিতামহ প্রথমে মগল সাম্রাজ্যের অধীনে এক বিশিষ্ট রাজকর্মে নিযুক্ত হইয়া রামমোহন রায় স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব পুরুষেরা কখন বা ধনী, কখন বা দরিদ্র, কখন বা মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়ায় প্রাকুল, কখন বা মনোবিক্রান্ত মনোভুক্ত হুগুস্ত থাকিতেন। অনন্তর, তাঁহার পিতামহ মুরশিদাদ জাঙ্গানাতে কোন এক সম্ভ্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হইলেন। মুরশিদাবাদ ঐ সময়ে মুঘল-বাজার রাজধানী ছিল। ত্রিশ নবাবের একাধিপত্যের পরিসীমা ছিল না। নবাব মাহেব দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন বটে, কিন্তু সে অধীনতা কেবল নামমাত্র, প্রকৃতার্থে তাঁহাকে স্বাধীন বলিলেই বলা যাইত।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুরশিদাবাদের নবাবী পদে তৎকালে নির্দয়প্রকৃতি সেরাজুদ্দৌলা সংস্থাপিত ছিলেন। তাঁহার পশ্চৎ নির্দয়তার বিষয় আলোচনা করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হয়। হিন্দুদিগের প্রতিই তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, তাহাদিগকে সত্যতঃ প্রপীড়িত রাখিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। এমনতরু কথিত আছে যে তিনি হিন্দুগণের বাসগৃহাদি অগ্নিসংযোগে তন্ময়বশেষ করিতেন, এবং বহুসংখ্যক মানুষ এক তরুনীমধ্যে সংস্থাপনপূর্বক ভাগীরথীর তয়াবহ প্রবাহমধ্যে নিক্ষেপ করাইয়া তাঁহার পশ্চৎ আমোদভুগা চরিতার্থ করিতেন। এতদ্ব্যতীত জরায়ু-শয্যায় শিশু সন্তান কি অবস্থায় অবস্থিতি করে, তদর্শনে কৌতুহল-ক্রান্ত হইয়া গর্ভবতী-কুলকামিনীদিগের পূর্ণগর্ভ বিদ্যাক্রম করিতেন।

রামমোহন রায় ।

আহা হউক, সেরাজুদ্দৌলার এ সকল দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায়ের পিতামহ মহাশয়ের বিষয়-কর্ম সম্পর্কে কোন হানি হয় না। যেহেতু তিনি উত্তরোত্তর নিজ যশোবিস্তারে এবং বহুল-বিত্তোপা-জ্ঞানে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তাঁহার মুরশিদা-বানে অবস্থিতি সময়ে ইংরাজ-ভূগতিরা এক দলবদ্ধ বাণিজ্য-ব্যবসায়ীমাত্র ছিলেন। তাঁহারা সেই সময়ে সেরাজুদ্দৌলার অত্যাচারের লক্ষ্য হইলেন। আহা! জগদীশ্বরের কি অনিচ্ছনীয় মহিমা! গরলহইতে বঙ্গের অমৃত উদ্ভূত হয়, গোময়পুঞ্জ বঙ্গের কমল-কলিকা প্রস্ফুটিত হয়, এবং মোর-খনসটা-বিশিষ্ট নীরদহইতে বঙ্গের স্ফটিকতুলা নির্মল জল বর্ষিত হয়, তদ্রূপ, নবাবের অত্যাচার হইতে “বঙ্গদেশে ইং-রাজভূগতির আদিপতা” উৎপন্ন হইল।

রামমোহন রায়ের পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি নবাবের রাজধানীতে নিভান্ত হতমান হইয়া-ছিলেন। মহদ্ব্যশোভন জন্য, তিনি অন্যান্য কর্মচারি-গণের ন্যায় অপমান সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, বর্জমান জিলার অন্তঃপাতি রাধানগর গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। এই জিলার অধীনেই তাঁহার পৈতৃক ভূমাদি ছিল, এবং তদুপযুক্তদ্বারা তৎকালে তাঁহার পরিবারের ভরণ পোষণ হইতে লাগিল। ঐ রাধা-নগর নামক গ্রামে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন।

রামমোহন রায়ের মাতা অতি সচ্চরিত্রা এবং নম্র-প্রকৃতি ছিলেন। পুত্রোপনয়নকালে হিন্দুধর্মের তাঁহার

এগার দিন ছিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহার পুত্রের উপদেশে পৌত্তলিক-ধর্মের অর্থার্থতা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল । তাঁহার পরলোক গমনের এক বৎসর পূর্বে তিনি পুত্রসম্মুখে স্বমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি যে ধর্মে প্রীতিস্থাপন করিয়াছেন, তাহা মৃতগণেরই আরণ্য ও সেবনীয় ; কিন্তু তিনি অধিককাল উহা ভ্রমপূর্ণ ধর্মো ব্যাপ্ত ছিলেন বলিয়া, সে সকল এককালেই পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল । আর তিনি স্বীয় পুত্রকে সত্বোপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন “তোমার প্রচারিত ধর্ম যথার্থ এবং উত্তম বটে, কিন্তু আমি একে অস্পৃদ্ধি জীজাতি, তাহাতে আবার এই সকল আলোচনাত্তে বুদ্ধা হইয়াছি, সুতরাং আমি এইক্ষেণে উহা পরিত্যাগ করিতে কোন ক্রমেই সক্ষম হইতেছি না ।”

এই রত্নগর্ভা স্ত্রী, যিনি রামমোহনস্বরূপ পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া ভ্রমওলে খাত্যাপন্ন হইয়াছেন, ইনি অতি সদাচার-বিশিষ্ট ও লোকমান্য ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার পিতৃকুল এতাদৃশ হিন্দু-দর্শনপরায়ণ, যে অদ্যাপিও তদ্বংশীয়েরা আর্হিকতত্ত্বের সনত্ত নিয়মানুসারে যাবতীয় কর্ম করিয়া থাকেন ।

পূর্বে ব্যক্তিগত্বেই যজ্ঞপ স্বীয় তনয়দিগকে শুভ-করপ্রণীত শিশুবোধ প্রভৃতি সামান্য পুস্তকদ্বারা যথার্থকিঞ্চ শিক্ষা প্রদান করিতেন, সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়ও শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই সময়ে শিক্ষা-কার্য্য নিরবচ্ছিন্ন গ্রামা গুরুমহাশয়দিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইত । তাঁহার প্রকুমারমতি বালক-

মদর বুদ্ধিশক্তি ক্রমে উন্নত করার পরিদর্শে, তাহা-
দিকে এককালীন জড়বৎ অকর্মণ্য করিয়া রাখিতেন ।
তাহাদিগের অধীনে বালকেরা যে, বাঙ্গালা ভাষায়
সুচারুরূপে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইত এ অনুমান বৃথা । তা-
হারা কেবল গণিতশাস্ত্রের কতকগুলি সামান্য নিয়ম
কণ্ঠস্থ করিত, এবং সেরেসাদারী ও পেস্কারী কর্ম
করিতে যেমত বাঙ্গালা জানিতে হয়, তাহাই শিক্ষা
করিত । কিন্তু পরিশুদ্ধরূপে উত্তমভাষায় মনের ভাব
সমূহ প্রকাশ করিতে কোন ক্রমেই পারগ হইত না ।
তাহারা সহজেই একখানা রোদকারি প্রস্তুত করিতে
পারিত, কিন্তু উত্তম ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র লিপি
রচনা করিতে হইলেই চতুর্দিক শূন্য দর্শন করিত ।)

বাহা হউক রাজা রামমোহন রায়ের একরূপ শিক্ষা
হয় নাই । তিনি গুরুমহাশয়ের সমীপে যদিও উল্লি-
খিত-মত বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি
স্বীয় স্বভাবের বাঙ্গালা ভাষায় যথোপযুক্ত পারদর্শী
হইয়াছিলেন । এমন কি, এ প্রকার বলিলেও বলা
বাইতে পারে, যে তাঁহাকর্তৃকই বাঙ্গালা ভাষার ভাব
উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল । এক্ষণেও ইহা নিঃসংশয়
স্বীকার্য্য বটে, যে বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম সাহিত্যাদি
শাস্ত্র কিছুই হয় নাই, এবং ইহা সংস্কৃত শাস্ত্র সমূহ
উত্তমভা প্রাপ্ত হইতে আরো শত শত বৎসরের
প্রয়োজন । সংস্কৃত ভাষা ব্যাস, মনু এবং বাল্মীকি
প্রভৃতি মহাঋষিগণের প্রযত্নে সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া
সুদূরগে পরিগণিত হইয়াছে । কিন্তু সে ভাষা কখনই
বিশুদ্ধগণের সচরাচর লিখন ও কথনের ভাষা হইতে

পারেন না । কারণ, পাণিনি এবং বোপদেব প্রভৃতি ব্যাকরণ-প্রণেতারা এই ভাষাকে এপ্রকার কঠিন ও এপ্রকার প্রয়াসসাধ্য করিয়া গিয়াছেন যে তাহাতে সমাক্ ব্যুৎপন্ন হওয়া সৰ্বসাধারণের পক্ষে সুসাধ্য ব্যাপার নহে ।

রামমোহন রায় সংস্কৃত ভাষায় সমাক্ পারদর্শী ছিলেন । এবং তজ্জন্যই তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা উন্নত ও পরিণত করিবার মানস সকল হইয়াছিল । তিনি এই বঙ্গভাষা দ্বারা লোকনগরীকে ধর্মশিক্ষা ও নীতি শিক্ষা বিতরণ করিয়া, ইহাকে একরূপ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার সময়ে এই ভাষা চর্চার অস্পত্তা প্রযুক্ত, পরমেশ্বরের প্রকৃতি এবং গুণ-নিত্যের বর্ণনায় তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সংস্কৃত শব্দসমূহ বাঙ্গালা ভাষায় সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কষ্ট অতিক্রম করিয়াছেন । অতএব বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য, সেই মহাত্মার নিকটে যে আমরা অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বদ্ধ রহিয়াছি তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে । তিনি যদিও সর্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা লেখক না ছিলেন, তথাপি ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে তিনি এক জন উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা-লেখক ছিলেন । তিনি অনেক বিষয়েই কোন ব্যক্তি হইতে কুণ ছিলেন না । ভারতচন্দ্র রায় তদপেক্ষায় উত্তম লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অস্বীল এবং কদর্যা ভাষা প্রয়োগ করিয়া নিজ রচনার অধিকাংশই অর্থন্য করিয়া গিয়াছেন । তিনি রাজা রুকমণ্ডের সভ্য-ভূষণ ছিলেন ।

এই সময়ে বঙ্গদেশ মধ্যে রাজা রুक्কচন্দ্র সৰ্ব্বশুণ্য-
 দ্বিত ছিলেন, এবং বিদ্বানের মান, সম্মান ও উৎসাহ
 প্রদানে অতীব তাগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেন।
 গোপাল তাঁড়ের চিত্ত-বিনোদ-কারিণী চাতুরী-শক্তি,
 রঘুরাম শিরোমণির অঞ্জতপূৰ্ব্ব জ্ঞানাধিকার, এবং
 ভারতচন্দ্র রায়ের অভূতপূৰ্ব্ব কবিতা-শক্তি, এ তিনই
 তাঁহার নিকট সমান আদরণীয় ছিল। ভারতচন্দ্র
 রায়ের রুত “বিন্যাসুন্দর” নামক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায়
 কবিতা রচনার আদর্শ স্বরূপ। মুরসিক কবিতাবোজা
 ব্যক্তিমাতেই ইহার প্রশংসা না করিয়া কাস্ত থাকিতে
 পারেন না। ইহা অতীব সুললিত চন্দে ও সরল
 ভাষায় রচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকর্তা কতকগুলি
 সামান্য অশ্লীল শব্দ ভগ্নাধো সন্নিবেশিত করিয়া, যেমন
 দুষ্কপূর্ণ কুন্তলমধ্যে গোমূত্র ক্ষেপণ করিলে সকল নষ্ট হয়,
 তদ্রূপ করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের রুত
 গ্রন্থনিচয় এমন নহে, তাঁহার রচিত যত বাঙ্গালা গ্রন্থ
 আছে, সে সকলই অতি উৎকৃষ্ট ও সুযুক্তিতে পরিপূর্ণ।
 পুরাতন সম্প্রদায়ের লোকেরা যেৰূপ লিখিয়া থাকেন
 তদপেক্ষা তাঁহার রচনা অসম্ব্যগুণে উত্তম।

তিনি যদিচ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্ম অত্যন্ত
 বড় ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি ইহা
 অদ্যাপি যুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করা যায়, যে বাঙ্গালা ভাষা
 এখনও এমন সম্পূর্ণ হয় নাই, যে ইহাতে বিজ্ঞান-
 শাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির সমুদায়
 ভাব অনায়াসে ব্যক্ত করা বাইতে পারে। অদ্য-
 পিও ইউরোপীয়াদি গ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইলে,

সংস্কৃতভাষা হইতে বিস্তর শব্দ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, এবং অনেক কথা সৃজনও করিতে হয়।

যাহা হউক অধুনা তখন দয়ালীল রাজপুরুষেরা বঙ্গ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া যেমত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন, এবং তাঁহাদিগের যত্নে যে পরিমাণে সকল হইতেছে, তাহাতে নিতান্ত ভরসা হয় যে, অচিরেই বঙ্গভাবারূপ কম্পরূপ সূচনা শাখা প্রশাখায় এবং মনোহর মুকুলরাশিতে পরিপূর্ণ হইবে।

বঙ্গালা ভাষায় একরূপ শিক্ষিত হইলে, রামমোহন রায় পারস্য এবং আরব্য ভাষা অধ্যয়ন জন্য পাটনা নগরীতে তত্ত্বজনককর্তৃক প্রেরিত হন। এইকালে লোকসমাজে ইংরাজী ভাষানুশীলন ধ্রুপদ অর্থকর এবং বশস্কর রূপে পরিগণিত হইতেছে, সে সময়ে পারস্য এবং আরবী ভাষার অধ্যয়নও তদ্রূপ ছিল। এই ভিন্নদেশীয় ভাষানুশীলন কালেই হিন্দুধর্মের কম্পনা সমূহ তাঁহার দূরদর্শী নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিল। মহম্মদীয়-ধর্মের ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে, এই বিষয়টী তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবানাজাই, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। তিনি যে সকল মৌলবিগণের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে আরব্য-ভাষায় অনুবাদিত ইউক্লিড এবং আরিস্তটলের গ্রন্থনিচয় পাঠ করাইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়নে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতি স্থূল এবং মার্জিত হইল। এতদ্ভিন্ন কোরাণেও তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিবাত্তে, তিনি ব্রহ্মধর্মের সারসম্মু এককালীন হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এবং স্বজাতীয় পৌত্তলিক

ধর্মের অচ্ছেদ্য সুদৃঢ় শৃঙ্খল এককালেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এই প্রকারে আরব্য এবং পারস্য পাঠ সমাধা করিয়া, সংস্কৃত পাঠাভিলাষে তিনি বারাণসীধামে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বারাণসী সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা-বিষয়ে ভারতবর্ষ-মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান। যদ্রূপ ইংলণ্ডসম্পর্কে অক্সফোর্ড নগর, তদ্রূপ হিন্দুস্থানের পক্ষে বারাণসী। এই নগরীতে রামমোহন রায় সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন। স্বরূপতঃ বিবেচনা করিতে হইলে বারাণসী ধামেই তাঁহার ভাবি মহত্বের সূত্রপাত হইয়াছিল। কারণ সংস্কৃত ভাষা তিনি যতই প্রগাঢ় যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার গুণ্ড সুদার ভাণ্ডার তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং অবশেষে প্রধানতঃ যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন বশতঃ ধর্মবিষয়ে তাঁহার আন্তরিক মত এককালীন সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।

এ পর্য্যন্ত কেবল আপনার অন্তঃকরণ প্রেমপূর্ণ পৌত্তলিক ধর্ম হইতে মুক্ত করিতেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এইক্ষেণে এদেশীয় সকল লোকেই এই মিথ্যাপাশে বদ্ধ রহিয়াছে, দেখিয়া তিনি নিতান্ত বিকল হইতে লাগিলেন। আরিস্ততল এবং ইউক্লিড প্রণীত তর্কশাস্ত্র এবং রেখাগণিতাদি পাঠে, ও সংস্কৃত, আরব্য এবং পারস্য ভাষা সমূহের প্রধানতঃ গ্রন্থের আলোচনার, তাঁহার জ্ঞান এককালে মার্জিত হইয়াছিল; সুতরাং পুরাণাদি প্রতিপাদ্য ধর্ম তিনি সমূলে

উৎপাটন করিতে রক্তসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ষোড়শ বৎসর বয়ঃকাল সময়েই তিনি “হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কি আশ্চর্য! বাল্যের শেষ এবং নবযৌবনের প্রারম্ভ, যে সময়ে এতদেশস্থ সর্বসাধারণেই প্রায় বিদ্যাগারে পাঠাবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন, এবং এমন কি, মিন্দুর কপটিখেলায় রত থাকেন, সেই সময়ে তিনি অতীত উচ্চ ধর্ম-বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাপস হইয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করিলেন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধবাদী হইয়া তাঁহার সামাজিক অশুখ ঘটিবার কতই সম্ভাবনা ছিল! কিন্তু তিনি শাস্ত্র-প্রকৃতিতে তাহা তৃণজ্ঞানও করেন নাই। তিনি জাতিবহিস্কৃত হইবার আশঙ্কাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, উপতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের বিদ্বেষ, তাড়না ও কটু-কাটব্য সহ্য করিতেও যথোচিত রক্তপ্রতিজ্ঞা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নিতান্ত হিন্দুধর্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ দৃষ্টে এককালীন তাঁহাকে পরিবার-বহিস্কৃত করিয়া দূর করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

আহা! রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্রের এই অংশ আলোচনা করিতে, মনে কি অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়! তাঁহাকে তৎকালে বালক বলিলেও বলা যাইত; তিনি আপন তরুণপোষণ জন্য একে লম্বাক্ রূপে তাঁহার পিতার অধীনে থাকিয়াও, আপন হৃদয়স্থিত মত কখনও পরিবর্তিত করেন নাই,

বরং তাঁহার পোষকতা জন্য অসহ্য কষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় যে অধুনাতন কৃতবিদ্যা যুবকগণ এই মহাত্মার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হন, নচেৎ কেবল মুখব্যাদান করিয়া “এটি অসঙ্গত ও উচিত নয়” ইহা বলিলে কখনই কিছু হইতে পারিতবে না।

পিতা মৃণা করিতে লাগিলেন, ইহাতে রায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং এককালে সঙ্কল্পে বিরক্ত হইয়া দেশপর্যটন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম সময়েই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রথমে স্বদেশে কি কি প্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে এবং তদবলম্বিদিগের স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহারাদিই বা কি প্রকার, তাহাই কেবল দর্শন ও বিচার করিয়া, পর্যটনের সার্থকতা সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সমুদায় মহৎ কল্পনার বিষয় আলোচনা করিলে এককালে বিস্ময়সঞ্চিত নিমগ্ন হইতে হয়। হিন্দুরা স্বভাবতই ভবনপ্রিয়, এবং নিরুদ্বেগে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এপ্রকার ছিল না, ধর্মসংশোধক হইতে হইলে যত্নসরল স্বভাব ও বিশুদ্ধ মনের আবশ্যক, তাহা তাঁহার সকলই ছিল। তিনি স্বদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ উত্তমরূপে দর্শন করিয়া এবং তৎকাল তিস্রঃ সম্প্রদায়ী জনগণের বিষয় তালিকরূপে আলোচনা করিয়া, তৎকালে দেশভিত্তিক পথ নির্ধারণ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম উত্তমরূপে শিক্ষা করাই তাঁহার তিস্রতে ধর্মের প্রধান তাৎপর্য্য

ছিল। তথায় তিনি একাদিক্রমে তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মাবলম্বিরা “লামা” উপাধি-বিশিষ্ট মনুষ্য-বিশেষকে দেবতা জ্ঞানে অর্চনা করিয়া থাকে। তাহাদিগের এই প্রকার আচরণ দৃষ্টে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, তাহাদিগকে নানা প্রকারে প্রবোধ লওয়াইবার মানসে, অনেক উপহাস করিলেন। তাঁহার অবদূত সাহস দর্শনে তাহার এককালে চিজিতে ন্যায় হইয়া থাকিত, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিত। তন্মধ্যে কেহ কেহ এমনতর গালাগালি হইত যে, সুযোগ পাইলে তাঁহার শারীরিক দণ্ডবিধানেও অনিশ্চুক হইত না। কিন্তু হইলে কি হয় “আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ নবিত্তেতি কদাচন” যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জানেন তিনি আর কাহা হইতেই ভয় প্রাপ্ত হইবেন না। জগদীশ্বরের প্রতি তিনি যে-রূপ প্রগাঢ় ঐতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিব্বতেনীয়দিগের কটু-কাটব্যো যে তিনি তয় প্রাপ্ত হইবেন তাহার সম্ভাবনা কি?।

এদিকে বাজীতে অনেক দিবস অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার সম্বানবৎসলা জননী তাঁহার জন্য এককালীন শার্ঙ্গিনীপ্রায় হইয়া উঠিলেন। স্বীকৃতি স্বভাবতই পুরুষাপেক্ষা সম্বানবৎসলা হইয়া থাকে। সম্বান যে-রূপই হউক না কেন, মাতা কখনই তাহাকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং রামমোহন রায়ের পিতা যদিও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি তাঁহার মাতার স্নেহ কোমল ক্রমেই ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি এপর্যন্ত ৪ বৎসর

রামমোহন

ক্রমে অল্পদেখ ভাবে ছিলেন। তাঁহার মাতা দিন দিনই উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে এমত হইলেন যে তাঁহাকে বিনা রামমোহন কিছুতেই সন্তুষ্ট করিবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং রামমোহন রায়ের পিতা তাঁহার অন্বেষণার্থে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যে সময়ে প্রেরিত হয় তখন তিনি তিস্রদেশে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে পশ্চিমদ্যে তাঁহার সহিত তদন্বেষণকারীর চাক্ষুষ হইবাতে তাঁহাকে বাণী আগমন করিতে হইল।

দেশ পর্যাটন হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাণী অবস্থিতি সময়ে তিনি কেবল বেদ এবং পুরাণাদি পাঠ করিতেই অনুক্ষণ রত থাকিতেন। এই সকল অধ্যয়নে তিনি কীম্বদন্তী রূতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ বাহ্য্য মাত্র। অত্যন্ত নিপুণতা এবং অধ্যবসায়ের সহিত বাস, শঙ্করাচার্য্য এবং মন্বাদি প্রণীত গ্রন্থনিচয় পাঠ করিতে করিতে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার মনে এককালীন সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল। এবং উক্ত ধর্ম্ম একমাত্র মুক্তির কারণ জানিয়া তাহা লোকমণ্ডলীতে প্রচার করণার্থে কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ষাণ্মাসিক বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তিনি ইংরেজি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমাগত ৩ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও এ ভাষায় তাঁহার উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মিল না। যে ব্যক্তি প্রধান ভাষা সমূহ অতি অল্পকাল মধ্যে উত্তমরূপে শিখা করিয়াছিলেন তিনি যে ইংরেজি ভাষায় এরূপ অসুসতির নিদর্শন প্রদর্শন করি-

বেন ইহা মনে করিলে আপাততঃ আশ্চর্য্যই বোধ হয়। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে অন্যান্য ভাষা শিক্ষা সময়ে তিনি কেবল তত্ত্বপার্জনেই রত থাকিতেন, অন্য কোন কর্মেই প্রবৃত্ত হইতেন না, ইংরেজি শিক্ষা সময়ে তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা ছিল না। এইক্ষণে তিনি প্রধান ২৩৩৪ ভাষায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, বেদ পুরাণাদিতেও বিলক্ষণ সুপটু হইয়াছিলেন এবং দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ নিবন্ধন বহুবিধ শুভদ নবা ভাবের আধার হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লোক-মণ্ডলীতে প্রচার করাও তাঁহার একটা অতি প্রিয়কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজি অধ্যয়নে তাঁহার মনোযোগের বিলক্ষণ দৃষ্টি হইত। বাহ্য-চর্চক পরে তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যবসায় এবং যত্নের সাহায্যে, তিনি এ ভাষাও উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া-ছিলেন।

তৎপ্রণীত ইংরেজি গ্রন্থ সমুদায় দৃষ্টে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার কৌতুহল অধিকার ছিল তাহা নির্ণয় করা অতি সুকঠিন। ঐ সকল গ্রন্থের অনেকাংশ তাঁহার কতিপয় ইংরেজ বন্ধু দ্বারা লিখিত হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে তাহা সমুদায় তাঁহারই মনোদোষিত তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

তিনি সচরাচর বাহাদিগের সঙ্গ করিতেন তাঁহাদিগ কট্টক প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তিনি স্বল্প ইংরেজি বলিতে পারিতেন তদপেক্ষা অসম্মান্য উত্তম লিখিতেন। ইহার কারণ অতি সহজেই নিরূপণ করা যাইতে পারে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাঁহাকট্টক যে

সমস্ত ইংরেজি গ্রন্থ রচিত হয় সে সকলই তাঁহার কতি-
পয় ইংরেজ বন্ধুর রচনা। তিনি যে স্বীয় যশোবিস্তার
বাসনায় অহঙ্কারপরবশ হইয়া অন্যের দ্বারা নিজ-
রচিত পুস্তকাদি ইংরেজি ভাষায় পরিণত করাইতেন
এমত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি যুক্ত নহে ;
কেননা স্বভাবতই তাঁহার পরোপকার-গুণের আতি-
শয়া নিবন্ধন তিনি অতীব প্রীতমনে বাসনা করিতেন
যে ধর্মবিষয়ে তাঁহার যেমত অভিজ্ঞতার তাহা ইংরাজ
কি বাঙ্গালি সর্ব সন্নীপেই প্রচারিত হয়। কিন্তু কি
করেন শেষে ঐ সকল বিষয় তিনি স্বয়ং ইংরেজী
ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রচার করিলে রচনার তাদৃক মাধুর্য্য
হিন্নহে সুবিদ্বান্ ইংরেজ-মণ্ডলীতে পরিগৃহীত না হয়
এই আশঙ্কায় তিনি অন্যের দ্বারা সে সমুদায় লিখিত
করিয়াছিলেন। স্বরূপতঃ বিবেচনা করিলে এতনা তাঁ-
হার অপচরদ না করিয়া বরং তাঁহাকে সহস্র সহস্র
মাধুর্য্য প্রদান করিতে হয়, যেহেতু এ উপায় অবল-
ম্বন না করিলে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা ইংরেজদিগের
কোন উপকার হওয়া সম্ভাবিত হইত না।

রামমোহন রায় প্রায় সকল প্রধান ২ ভাষাতেই
সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং প্রথম উদ্যমে যে ইং-
রেজী ভাষাতে তাঁহার সর্বাধিক ব্যাপত্তি ছিল না সেটি
কোনক্রমেই ধর্তব্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি
বঙ্গভাষায় ব্যাপন্নোন্মত্তি মুনিপুণ এবং সর্বসাধারণ
সন্নীপে সর্বোৎকৃষ্ট লেখক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।
সংস্কৃত ভাষায় প্রায় কোটিধর্মের বহুদিকরে যাহার
জ্ঞান-ভাষায় পরিণত ছিল; আদর্শ পাঠ্য উদ্দেশ্যে

এবং হিন্দুস্থানি বাবতীয় ভাষায় যিনি তৎসময়ে
অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; হিব্রু,
লাটিন, এবং গ্রিকভাষা সমূহের ছুপ্পবেশ্য দ্বার-
নিচয় যাঁহার নিকট অবরুদ্ধ ছিল না; এমত ব্যক্তি
প্রথম বয়সে ইংরেজিতাবায় অতি সুবিজ্ঞ ছিলেন না
বলিয়া কি সেটী কোনক্রমে অবমাননার বিষয় বলা
যাইতে পারে?

বাল্যলা ১২১০ এবং ইংরেজী ১৮০৩ সালে রাম-
মোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় তনয়-যুগল বর্ত-
মানে পরলোক গমন করেন। তন্মধ্যে প্রথম রাম-
মোহন রায় এবং দ্বিতীয় জগন্মোহন রায়। রামমো-
হন রায়ের জীবন-চরিত লেখকেরা আনেকেই স্থির
করিয়াছেন যে তিনি পিতার পরলোকাঙ্কিত তাঁহার
ঐশ্বর্য্য ভূম্যাদি স্বাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে
পারিয়াছিলেন না। ফলতঃ তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিতে
তাঁহার যে স্বত্ব ছিল না এমত নহে, কিন্তু কোন যত্ন
কারণ বশতঃ তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই তত্তাবৎ পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন।

পিতার অভাবহেতু পরিবারের ভরণপোষণাদির
আর তাঁহার উপরিই সম্যকরূপে পতিত হইল। তৎ-
সময়ে তিনি রাজসেবা দ্বারা অর্থোপার্জনের চেষ্টা না
করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। এমত অবস্থা-
তেও তিনি এমত কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন বাহা-
তে তাঁহার সাহিত্য-শাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নের
কোন হানি না হইতে পারে। অনেক উচ্চপদাতি-
বিজ্ঞ ইংরেজ তাঁহাকে সুপাণ্ডিত্য জানে যেহেতু সম্যক

করিতেন । কিন্তু কল্পিলে কি হইবে, তৎকালে বাঙ্গালি-
দিগকে প্রধান প্রধান রাজকর্মের নিযুক্ত করিবার নিয়ম
ছিল না । মুসলমানদিগের রাজ্য সময়ে হিন্দুদিগের
সর্বপ্রধান কর্মনিষ্ঠায়ে, অর্থাৎ উজির এবং প্রধান
সৈন্যাদ্যাদি কর্মে, নিযুক্ত হইতে কোন আশঙ্কি
ছিল না । কিন্তু তাহাদিগের রাজ্য-পতনে সে প্রথা-
ভিন্নও পতন হইয়াছিল । এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাম-
মোহন রায়ের জীবন সময়ে, দেশীয়েরা বিচারপ্রকৃতি
পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না । লাফ কর্তৃপক্ষ-
লিখিত তাহার শাসন সময়ে দেশীয়দিগের সমক্ষে সর্ব
প্রধান পদের দ্বারই অপরূপ রাখিয়াছিলেন, এবং
কেনন নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজদিগের দ্বারাই শাসনকার্য
সম্পাদন করিতেন । তৎকালে দেওয়ানি অর্থাৎ
সেরেল্লাদবি পদই দেশীয় লোকদিগের নিকট যাবৎ
নাই, উক্ত পদ বলিয়া পরিগণিত হইত । সুতরাং
সেরেল্লাদবি কর্মের প্রাপ্ত্যশাই রামমোহন রায়ের
মনে বলবতী হইল ।

এই মানস সুসিদ্ধ করণান্তিমধ্যে রামমোহন রায়
ব্রহ্মপুত্রের কালেকটর ডিগবি সাহেবের অধীনে এক
কেরানীগিরি কর্মে নিযুক্ত হইলেন । তিনি কর্মে
নিযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ডিগবি সাহেব
তৎসমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়া যে প্রতিজ্ঞা সিংগিল
পর্বত করিলেন । সে প্রতিজ্ঞার ভাবপার্থ্য এই যে
রামমোহন রায় তৎসমক্ষে অন্যান্য কর্মচারিগণের
নার দক্ষিণাধীনতা থাকিবা বসিবার আসন প্রাপ্ত
হইবেন । এক তাহার অধীনের অন্যান্য আধিকারিককে

যে অবজ্ঞাসূচক হীনপাঠ লেখা যায় তাঁহাকে তাহ
না লিখিয়া স্বতন্ত্র সম্মানসূচক পাঠ লেখা যাইবে ।
সিবিলিয়ান সাহেবদিগের যে অবস্পৃকার সন্মারিত্ব হইতে
ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্যাবিত্ত হইতে হয় । কারণ সর্ব-
ত্রই দৃষ্ট হয় যে সিবিলিয়ান হইবামাত্রই সাহেবগণ
আমলাবর্ণের উপর বৎপরেরোনাতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা
প্রকাশ করিয়া থাকেন । ইংরেজদিগের প্রকৃতি দেশীয়
লোকদিগের যে এত অস্নেহ ও হতাদব, ইহাই তাহার
একমাত্র কারণ নলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে ।
এবং একমাত্র এই কারণেই মুসভা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ
আমলা হইবার আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া,
জপেকাকৃত অস্পার্থপ্রদ কর্ম্মনিচেষ্টে নিযুক্ত হইতে
আদিক ভাল বাসেন । সুতরাং দেশীয় সমাজের
নীচপ্রকৃতি ধর্ম্ম-ভয়-বিবর্জিত ভদ্রসন্তানেরা আমলা-
গিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন । এসকল স্থলে
আমলাগণ যে অর্থলোভ পরবশ হইয়া অতি গর্হিত
কর্ম্ম সকলও নির্ভয়ে সম্পাদন করিবে তাহার বিচি-
ত্র কি? ফলিতার্থে উপযুক্ত কারণবশতই বিচারাগার
সমূহ কেবল অধর্ম্মের এবং জুরাচুরির নীলস্তম্ভ-স্বরূপ
হইয়া উঠিয়াছে । অতএব এইক্ষেণে ইহা নিতান্ত
নাঞ্জনীয় যে চিহ্নিত অচিহ্নিত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে
যে ক্ষমতার ও মর্যাদার বিভিন্নতা আছে তাহা এক-
কাজীন রহিত হইয়া যায় । বিবেচনা করিয়া দেখি-
লে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে এই অনিষ্টকর বিভিন্নতা
কেবল কএকটি লোকের স্বার্থপরতার জন্যই হইয়া-
ছিল । নচেৎ এতদূরা দেশের কোন সমাজই সম্পাদন

হয় নাই, প্রভূত অনিষ্ট-রাশিই উৎপন্ন হইয়াছে।
আগর। সর্বতোভাবে অভিলাব করি যে পালিয়ারমেন্ট
মহাসভা হইতে এই কুপ্রথাটি রহিত হয়। তাবত-
বর্ষের সুবিধাত গবর্ণর জেনেরল লার্ড বেন্টিন, মনবো
এবং মেটেকাফ সাহেব প্রভৃতি মহামতিরাও এ বিষয়ে
সম্পূর্ণ উদযোগী ছিলেন।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে অন্যান্য আমলাগণের
নায় রামমোহন রায় অপমানিত ও অমান্য হইয়া
নাই। তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এবম্প্রকার অসাধ-
নায় এবং কুপ্রথাটির সহিত তদীয় কর্তব্য কর্ম্ম সম্পা-
দন করিয়াছিলেন যে অনতিদিলেই তাঁহার প্রজ্ঞা
যৎপর্বোনাশি সঙ্কটে হইয়া তাঁহাকে নেওয়ারি পদে
অভিষিক্ত করিলেন। লোক-পরম্পরায় এমনতর কথিত
আছে যে তিনি এই কর্ম্ম করিয়া ১০,০০০ টাকা বার্ষিক
আয়ের এক জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। এ বিষয়টি
সত্য হইলে স্বভাবতই এই অসাধারণ ব্যক্তির স্বভাবের
উপর অস্বাভাবিক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু
এ বিষয়টি যথার্থ কি অযথার্থ তাহার মীমাংসা করা
অতি সুকঠিন ব্যাপার। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাধুতা
উৎকৃষ্ট-লোভকে নতশির করিয়া স্বীয় জয়পতাকা
উজ্জীৱমান করিয়াছিল, কি দ্বিতীয় বেকন সদৃশ তাঁ-
হার অসাধারণ মানসিক শক্তি সত্ত্বেও তিনি দুর্নিবার
অনিভা ধন-লোভে মুগ্ধ হইয়া সুনিবীৰ্য দৌর্বল্যের
অত্যাশ্চর্য নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার মী-
মাংসা করা আমাদেরই ক্রমতাভীত। ফলেও ইহার
বাথার্থ্যের কোন নিশ্চয় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে রামমোহন রায় দেবতাবতীর--বিশেষ তুল্য অসাধারণ পরমরত্নে বিভূষিত হইয়া সনাতন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং যে রামমোহন রায় দেওয়ানি পদে অধিকৃত হইয়া খ্রীষ প্রভুর সন্তুষ্টিবর্জন করিয়াছেন, যে রামমোহন রায় জ্ঞানরত্ন পরিপূর্ণ বেদ বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় তত্ত্বপিপাসু হইয়া তন্ন তন্ন করিয়াছেন, ও স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনের উত্তমোপায় পাইবার জন্য অনিরন্ত খ্রীষ বন্ধু বান্ধবের উপদেশাকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, এবং যে রামমোহন রায় রঙ্গপুরের কালেকটরি হুছে উপবেশন করত রোবকারী ও গায়শালা রচনা করিয়াছেন, যে রামমোহন রায় কাম্পনিক পৌত্তলিক গার্শ্বের সম্মুখোৎপাটনাতিলম্বে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যে রামমোহন রায় রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্ম্য করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার মধ্যে চরিত্র বিষয়ে কর্ম্মানুরূপ বিভিন্নতা ছিল কি না তাহার নির্ণয় করা মানাদিগের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বানিলেও বলা যায়।

বাহাইউক, তাঁহার উৎকোচ-গ্রহণ-বিষয়ে কোন প্রশংসাই না থাকিতে, তিনি যে এ দোষে দুষিত ছিলেন না, ইহাই সমগ্রমণ হইতেছে। তিনি যে সেই সময়ে উৎকোচ গ্রহণরূপ পাপপিশাচীর যুক্তকরী ঐশ্বর্যালিক শক্তিতে আসক্ত না হইয়া, তাঁহা হইতে দূরে ছিলেন ইহাতে তাঁহাকে কস্তুর পর্যন্ত সাধুরাদ দিতে হয় তাঁহা ব্যক্ত করা সুকঠিন। মনুষ্যপ্রকৃতি স্বভাব-সুই দুর্বল এবং পাপপক্ষে মগ্ন হইতে অতিমাত্র প্রবৃত্ত। তাহাতে আবার যদি তাঁহাকে (মনুষ্যকে) অতি উচ্চ-

এই প্রতিশ্রুতি করত প্রধান ক্রমতা ভূবনে বিদ্যুত
 ১. রায়, প্রতি অল্প বেতন প্রদান করা যায়, যাতে
 তাঁহার অত্যাবশ্যক বায় পর্যাপ্তও নিরীহ হইতে
 না পারে, তবে কাজেকাজেই তাঁহাকে উৎকোচ গ্র-
 হণ হইতে নিরুত থাকিতে বাধ্য করা নিতান্ত অস-
 তব। লাভ করণওয়ালি তাঁরতবর্ষের শাসনকর্তা হই-
 বার পূর্বে যেহ কারণ বশতঃ তৎসময়ের বিচারকর্তা
 অর্থাৎ মেজেষ্টার কালেক্টর প্রভৃতি নাহেবগন কোম্পা-
 নির সাতিশয় হানি করিয়াও আগনাগিরের ধনতুফাকে
 চরিতার্থ করিতেন, আমলাগণ এইকালে দেউহ কার-
 ণের অধীন হওয়াতেই তদনুরূপ ফল ফলিত হই-
 তেছে। স্বরূপতঃ বিচার করিয়া দেখিলে আমলা-
 গণ যে উৎকোচ গ্রহণপর্বত হইয়া স্বীয় স্বীয় চরিত
 ঘোর কলঙ্কে দূষিত করিয়াছে ইহা কর্তৃপক্ষের অবি-
 বেচনার সমুচিত ফল বলিলেও বলা যায়। তাহা-
 নিগকে যৎকিঞ্চিৎ বেতন প্রদান করিয়া অধিক ক্রমতা
 অর্পণ করিলে তাহার ২১ জন ব্যতীত সকলেই যে
 অসম্মান অবলম্বন করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? স-
 ম্প্রতি পুলিশের আমলা এবং পদাতিকগণের বেতন
 বৃদ্ধি হওয়াতে বোধ হয় যে, আমাদিগের রাজপু-
 রবেরা, এই কুপ্রথা নিবন্ধন গরলনর ফল উৎপন্ন
 হইয়া তাঁরত ভূমিকে যে পাপপঙ্খের নর্দমা স্বরূপ
 করিয়াছে, তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন। এই-
 কালে আমাদিগের নিতান্ত অতিশয় যে তাঁহার অন্যা-
 ন্য আফিসের কর্মচারিদিগের প্রতিও এইরূপ কল্যা-
 চক্রি করেন। এইকালে অনেক আফিসের সেরেস্তাদার

এবং পেশাদারদিগের যজ্ঞপ ক্ষমতা তজ্জন কৰ্ম্মে তাঁহাদিগের বেতন নহে। এমনত অনেক জেষ্ঠ্য নাম করা যাইতে পারে যে তথাকার সেরেস্তাদার দিগকেই প্রকৃতরূপে মেজেষ্টর, কালেক্টর এবং জজ-দিগের কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতে দৃষ্ট হয়। সুতরা আমলাগণ সচরিত্র হইয়া, ভারতবর্ষ ন্যূন উৎকোচ গ্রহণরূপ রাক্ষণীকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, এ অভিলাষ করার পূর্বে তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করা অতীব আবশ্যক।

রাজপুরের কালেক্টর ডিগবি সাহেব যতই রামমোহন রায়ের স্বভাব চরিত্র জ্ঞাত হইতে লাগিলেন ততই তিনি তাঁহার প্রতি প্রজ্ঞা ও প্রণয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এমনত হইয়া উঠিল যে তাঁহার উভয়ে অকৃত্রিম প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইলেন। তাঁহার বাক্যলা এবং ইংরেজি শিক্ষায় পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ রামমোহন রায় ডিগবি সাহেবকে বঙ্গভাষা এবং ডিগবি সাহেব রামমোহন রায়কে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরে, বহুদিবস অতীত হইল, ডিগবি সাহেব ইংলণ্ডে প্রস্থান করিয়া নিম্নলিখিত মতে রামমোহন রায়ের গুণানুবাদ করিয়াছিলেন।

“আমি রাজকার্য্য বিষয়ে যে সমস্ত পত্রাদি লিখিতাম রামমোহন রায় তাহা অতি মনোযোগ ও পরিশ্রমসহকারে পাঠ করিতে এবং আমার স্বজাতীয় বঙ্গদিগের সচিত্র সর্বদা কথোপকথন ও পত্রাদি লিখিত, ইংরেজীভাষায় তাঁহার অবস্পৃকার ব্যাপ্তি

হইয়াছিল যে তিনি অত্যন্ত সুস্মানুস্মরূপে ইংরেজী ভাষা কখনে এবং লিখনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইংরেজীভাষায় লিখিত অনেক সম্বাদ-পত্র পাঠ করিতেন”।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামমোহন রায় ক্রমে রঙ্গপুর, ভাগলপুর এবং রামঘর প্রভৃতি জেলায় অবস্থিতি করিয়া, উক্ত বর্ষেই কলিকাতা নগরীতে বাস করা আরম্ভ করিলেন। তিনি নগরের পূর্বদিকে সারকুলার রোডের নিকটে, চতুর্দিকে উদ্যান বেষ্টিত একটী মনো-রম বাগী ক্রয় করিয়াছিলেন। জনকোলাহল এবং টংবয়িক চিন্তা হইতে অবসৃত হইয়া নিঃস্বপ্নে এবং প্রাকৃতিক শোভা বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করত, পদার্থবিদ্যার আলোচনার এবং ধর্ম্য কর্মে অনুরক্ত রক্ত থাকার বাসনা সর্ব সময়েই তাঁহার অন্তঃকরণে বহুবলী ছিল। এইক্ষণে ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে সেই নানস পূর্ণ করিতে তিনি প্ররুত হইলেন। বিদ্যালোচনা বিষয়ে তাঁহার অসামান্য আগ্রহ এবং যত্ন ছিল। তিনি প্রায় সকল সময়েই বলিতেন যে মনুষ্য নাজেরই, একরূপ ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিয়া, প্রকৃতি-চর্চা-নিবন্ধন অপার আনন্দ সন্নিবেশ সম্ভরণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। তাঁহার অনেক বন্ধুর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন যে “আমি এইক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার নিতান্ত বাসনা যে কোন নিঃস্বপ্ন কুড়ীতে অবস্থিতি করত বেদান্ত এবং মেননতিঃ গ্রন্থ অধ্যয়ন করি”।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে একজন সুবিখ্যাত কবি মৌলানা রাসিম কর্তৃক

সংসারের চিন্তারামি হইতে অবসৃত হওয়া, নির-
বচ্ছিন্ন শাস্ত্রালোচনাতেই জীবনকাল পর্যাবসিত করা,
জনশূন্য গভীর অরণ্য মপ্যে অবস্থিতি করত প্রকৃতি
পর্যালোচনা করা এবং জগদীশ্বরের চিন্তা করা, এবং
কি উপায় অবলম্বন করিলে মোহাক্ষ দেশীয় জনগণের
ঐহিক পারত্রিক সুখের উন্নতি হইতে পারে সেই চি-
ন্তায় নিগম্ন থাকা, ইত্যাদি বিষয়েই মানববর্ণের
বার পর নাই মুখলাভ হয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন
রায়ের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কি সভ্য-দেশীয়
লোকনিচয়, কি অজ্ঞানারত অসভ্য মানবকুল, সকল-
কেই সত্তত বিষয়কর্মে এবং সংসারের বাস্তবতাতে
অতীব ব্যাকুলিত দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার এই
দৃঢ় জ্ঞান ছিল যে এই সকল সামান্য বিষয়ে কখন
মনুষ্যের সকল জীবন পর্যাবসিত হওয়া বিধেয় হইতে
পারে না। “মনুষ্য অবশ্য কোন মহৎ এবং বৃহত্তর
উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই রম্যভূমি পৃথিবীতলে সৃষ্ট
হইয়াছেন, কেবল ধনোপার্জন জন্য নহে” এই মুণ্ডা-
ময় নীতিটী তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল এবং
তদনুরূপ কার্য্য করিতেও তিনি এক দিন পরাজুখ
হয়েন না। তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে মনু-
ষ্যের হৃদয়ক্ষেত্র স্বভাবতই নানাবিধ সদগুণের বীজে
পরিপূর্ণ, সুতরাং উপযুক্ত মতে যত্ন করিয়া তৎসক-
লকে বর্দ্ধিত না করিলে তিনি কখনই প্রকৃতরূপে
সুখী হইতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই

এই গ্রন্থ রচিত হয়, ইহা কেবল ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জীবন
যাত্রা নির্দেশক ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ।

প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্যের মনোমধ্যে যে বল-
বত্তী সুখ-সন্তোষের ইচ্ছা আছে তাহা এই পৃথিবীর
কণস্থায়ী অশুভ-সুখ সুখভোগে কখনই চরিতার্থ
হইতে পারে না, অনন্তকালের বিস্তৃত সুখ এবং
সেই জগৎ-অন্তঃ সর্বব্যাপী মহাপুরুষের ধ্যান এবং
তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ ব্যতীত কখনই সেই বলবত্তী
ভোগেচ্ছাকে নিবারিত করিতে পারা যায় না।

(ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নগরীতে রামমোহন রায়
বাস করাতে, বহুসংখ্যক তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিতগণ
তাঁহার নিকট একত্রিত হইলেন। মিকে দ্রব্যের চতু-
ষ্পাদে বহুপা পিপীলিকাগণ একত্র হয়, স্পর্শ-নামির
আকর্ষণ-শক্তিপ্রভাবে চতুর্দিকস্থ লৌহখণ্ড সমূহ
বহুপা একস্থানে আনীত হয়, তাঁহার আলোক সা-
মান্য জগৎপাশি প্রভাবে শাক্তজ ব্যক্তি যাহেই তাঁহার
নিকট সমাগত হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি
দেশীয় ধর্মী সংশোধন করিতে প্ররূত হইলেন। এই
সময় হইতে জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত প্রাণপণে
এই মহত্বদেখা সাধন জনাই তিনি নিয়ত রত হি-
লেন। কি দিবা, কি রাত্রি, কি প্রত্যুষ, কি সায়াংকাল
সকল সময়েই কেবল দেশের ধর্মোন্নতি জন্য তিনি
বাস্তব থাকিতেন। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুগণ পর্যাণক্রমে
পরিবর্তিত হইল, পক্ষ মাস ঐতিহাসিক সময়কালের
বহু নিরুদ্দেশ অনবরত পরিভ্রমণ করিয়া যত কষ্ট সম্মা-
দন করিল, অশ্রয় ওল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিবাক
রূপে প্রতিকূল করত বর্ষের অধিকার করিল, কিন্তু তাঁ-
হার অসামান্য ব্যয়তা ও পরিপ্রবেশ শেষ হইল না।

তিনি মহদয়াকরণে পরিশ্রম এবং শারীরিক ক্রেশের
মস্তকে পদার্পণ করিয়া, আপনাকে পরোপকার গুণের
কীৰ্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দিনে দিনে উন্নত করিতে লাগিলেন।

আহা! মহৎ ব্যক্তিগণের কার্যকলাপের আলোচ-
নায় কি অনিচ্ছনীয় বিনয়ানন্দের উৎস উৎসাহিত
হয়। তাঁহারা জগতের হিতসাধন কল্পে ক্রেশকে
ক্রেশজ্ঞান করেন না, পরিশ্রমকে পরিশ্রম বোধ করেন
না, প্রত্যুত যাবতীয় অসুবিধাকে আত্মশ্রমাদির হেতু-
জ্ঞানে তদ্বিক্রম বিনয়ানন্দ-স্রোতে ভাসমান হইতে
থাকেন। তাঁহারা জীবনের জীবন, সৰ্ব্বশ্রম, সৰ্ব্ব-
শক্তিমান পরম পিতার অতিশ্রেষ্ঠ কর্মী জীবন-যাপন
করিতেছেন এই বলিয়াই তাঁহাদিগের মানসাকাশ
বিনয় কিরণকণা-বিশিষ্ট আনন্দরূপ স্তূপ শশসমুদ্রের কি-
রণ নিকরে পরিপূর্ণ হয়।

যহান্নিসের পৌত্তলিকধর্ম এতদেশস্থ ব্যক্তি মাত্র-
কেই এবম্পকার আক্রমণ করিয়া রাখিয়াছে যে কোন
উপায়ে এবং কিপ্রকারে জগৎপিতার উপাসনা করি-
তে হয় তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়জন্মই নাই। তাঁহারা
উপাসনা কালীন কতকগুলীন সংস্কৃত-শব্দ উচ্চারণ
করেন, কিন্তু তাহার অর্থ কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিলেই এককালীন বাকশূন্য হইয়া পড়েন। কি
আশ্চর্য্য, যে "গায়ত্রী" পাঠ না করিলে ব্রাহ্মণ
মাত্রেয় জল গ্রহণ পর্য্যন্ত হয় না, সেই গায়ত্রীর অর্থই
তাঁহাদিগের মধ্যে আমেরক জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা
বেশাছানুসারে চলিয়া থাকেন এ বিচারের প্রয়োজন
কোন দোহা দেওয়া হইতে পারে না। যেহেতু

শ্রদ্ধাশ্রমেরে এমত উক্ত আছে যে “সার্থ সাযতী” না জানিলে, কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নামের বেণী হইতে পারেন না”। আমরা যাহা বলি তাহা যদি না বুঝিতে পারি তবে সে বলাতে যে কি প্রকারে আমাদিগের মনের ভাব প্রকাশ হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা মুকটিনা।

উপরি উক্ত কুপ্রথা সকল নিবারণ করত মানব-মণ্ডলীর মনে নিখণ্ড ব্রাহ্মের মহৎ ভাবের উদয় করিয়া দেওয়া, মহাত্মা রামমোহন রায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পৌত্তলিক ধর্ম্মকল নীকত্বের সমুলোচ্ছেদ করিবার, সমাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সমস্ত জগৎপতাকা দেশমধ্যে উড়ান করিবার, এবং পরকালে যে কৃতকর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ বিধান হইবে সেই বিষয়ে অনুজমানে দৃঢ়কপে স্থাপিত করিবার জন্যই যেন তিনি জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয় পূর্ণ করণার্থে তিনি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, এবং জীবনকাল সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিবিধ সমুদয়ে এবং সহস্রাবধি অধ্যয়ন পরিপূর্ণ থাকা হেতু তিনি সাবভীষ্ম প্রভিৎসক উত্তীর্ণ হইতে পারেন হইয়াছিলেন। পরোপকার করণ এবং দেশের উন্নতি সাধন জন্য তিনি যে পরিমাণে ধনব্যয় করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলেই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তি উদয় হয়। কোন দেশের কোন ধর্ম্ম-সংশোধক ব্যক্তিই তন্মায় অধাবণীয় মহাকাণ্ডের এবং অকপটকণ্ডের পরিচয় করেন নাই। ভক্তের ক্ষমতা, সংসারীর বিব্রতকতা, বিদ্যানের গাভীরী এবং ধর্ম্ম প্রচারকের

অসাধারণ অধ্যবসায় কখনই এক শবীরে এমনত উদ্ভূত রূপে সমঞ্জসীভূত হইত হয় নাই।

বেদান্তশাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি সর্বসাধারণ সমীপে প্রথমে গ্রন্থকর্তারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বেদের অনেক কঠিন বিষয়ের দীক্ষা এবং মানসীয় হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের চূড়ক এই বেদান্ত গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। এই গ্রন্থ অসামান্য মানসিক শক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণচৈপায়ন বাসদেব কর্তৃক রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থকর্তার মানসিক শক্তির বিষয় পর্যালোচনা করিলে এককালীন আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। সংক্ষেপে অনেক উত্তম এই ইহার দ্বারা প্রণীত হইয়াছে।

বেদান্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকায় তৎপাঠ নিবন্ধন বিপুল সুখতোগে অনেকেই বঞ্চিত ছিলেন। অতএব রামমোহন রায় এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে অসমদানির কীদৃশ উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিয়দিবস পরেই তিনি উদ্ভাষায় এই গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ করেন। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অসামান্য এবং উৎকৃষ্ট গুরু ইংরেজি ভাষায় পরিণত করিয়া ইংরেজদিগকেও ইহার পাঠ জনিত সুধাপানে সক্ষম করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকাতে এক-ব্রহ্মবাদীদিগকে সন্মোদন করিয়া তিনি যে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এমনত উৎকৃষ্ট এবং মধুর যে এতলে তাহার উল্লেখ না করিয়া কোন ক্রমেই বিরত থাকিতে পারিলাম না।

(১) পৌত্তলিক ধর্মাকাল অনেক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য

হিন্দুরা তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে সমাক-
 জকর্ম। এ বিষয়ের মীমাংসা জন্য তাঁহাদিগকে প্রায়
 করিলে, তত্ত্বজ্ঞানে ন্যায় এবং জ্ঞান সম্বন্ধে কোন কারণ
 না দর্শাইয়া কেবল তত্ত্ব পিতা পিতামহাদি উক্ত
 প্রণালী অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন এই মাত্র বলিয়া
 থাকেন। আমি সন্মত নহি। পরমেশ্বরের পাসনা
 জন্য পৌত্তলিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া, তাঁহা-
 দিগের মধ্যে অনেকে আমাকে যুগ্ম করিয়া থাকেন ;
 এমন কি, অনেকে শত্রুবেশে আচরণও করিয়া থাকেন।
 ব্রাহ্মধর্মের আমার সমাক বিশ্বাস জন্মিয়াছে। অতি
 প্রাচীন সময়ে যুনি ঋষিরাও এই ধর্মাবলম্বী ছিলেন।
 তত্ত্বপূজ্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের যথার্থ্য প্রমাণ করণ এবং
 আমার দেশস্থ ভ্রাতৃগণ যে জন্মপূর্ণ অমূলক পৌত্তলিক
 ধর্মের আবৃত্তি রহিয়াছেন তাহার অবসার্যতা প্রতিপন্ন
 করণ জন্য, কএক বৎসর অবধি আমি অনেক যত্ন কার-
 তেছি। তাঁহাদিগের ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপন্ন
 করিয়া গিয়াছে, সত্ত্বেও যে আমার ব্রাহ্ম হওয়া উপ-
 লক্ষে তাঁহারা আমার অনেক নিন্দা ও অপবাদ করিতে
 ছেন; তাঁহাদিগের অবলম্বিত আচরণ যে নিতান্ত
 ন্যায্যবিরুদ্ধ সেটী সপ্রমাণ করাও আমার এক প্রাথমিক
 উদ্দেশ্য।

“বেদে গ্রন্থ অনাদি বলিয়া ইহারা ব্যাখ্যা করেন।
 বেদমধ্যে হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্র, ব্যবহারপ্রণালী এবং
 সাহিত্যাদি শাস্ত্র সকল একত্রিত আছে। এ গ্রন্থ অতি
 রহস্য এবং ইহার রচনা প্রণালী অতি কঠিন ও দুর্লভ।
 তন্মধ্যে ইহার অনেকাংশ উক্তরূপে বোধ্যমান হয় না,

এবং এক স্থানে এক মত ও অন্য স্থানে তদ্বিরুদ্ধ বোধ হয়। অত্যান ২০০০ ছই সহস্র বৎসর অতীত হইল, ব্যাসদেব ইহার রচনাকাঠিন্য বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় তাহার নীমাংসাদি করত সংক্ষেপে অন্য এক গুরু রচনা করেন। এই গৃহের নাম বেদান্ত। বেদান্ত শব্দটি যোগকৃত 'বেদ' ও 'অন্ত' এই দুইটী সংস্কৃত শব্দ হইতে ইহা নির্মিত হইয়াছে। ইহার অর্থ "বেদের মীমাংসা।" হিন্দুরা এই গুরু জ্ঞাতান্ত্র মান্য করিয়া থাকেন, এমন কি তাঁহাদিগের সমক্ষে এই গুরু বেদতুল্য পূজা ও আদরণীয়। কিন্তু বেদান্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি ইহা স্পর্শ করিতেও অক্ষম, সুতরাং এতদগর্ভস্থ মতাদিও জ্ঞাত নহেন; এই বিবেচনায় আদি ইহা প্রচলিত ভাষাদিতে অনুবাদ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি।

"হিন্দুবা সকলে এই গৃহানুসারে আচরণ করিতে যে বিমুখ রহিয়াছেন, বোধ করি, এই গৃহের সমুদায় মত তাঁহারা জ্ঞাত নহেন, তজ্জনাই সেন্টি ঘটনাছে।

"সদ্ব্যবহৃত ধর্ম প্রতিপন্ন করণে নিতান্ত অতি-লাভী হওয়াতে, উক্ত গুরু বঙ্গ এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় সাধ্যানুসারে অনুবাদ করিয়া বিনা মূল্যে উক্ত গুরু নিচর মদেশীয় সর্ব সাধারণ জনগণকে প্রদান করিয়াছি। এইকণে এ গুরু ইংরেজী ভাষায় পরি-ণত করণে আমার মানস এই যে ইউরোপস্থ বঙ্গুবর্গও জ্ঞাত হইতে পারেন যে হিন্দুরা যদিও নানা-প্রকার পুস্তক পূজা করত হিন্দুধর্ম এককালীন যুগা

করিয়া তুলিয়াছেন, তঁহাপি তাঁহাদিগের ধর্মশাস্ত্রের
একপ মত নহে ।”

“অনেক ইংরেজী গ্রন্থে একপ উক্ত আছে এবং
অনেক ইংরেজেরা একপ বলিয়া থাকেন যে হিন্দু বা
পরমেশ্বরের এক এক গুণকে এক এক প্রকার কল্পিত
রূপ প্রদান করত তত্ত্ব পূজা করিয়া থাকে । স্বরূপ
পতঃ একপ নহে । একগুণকার হিন্দুদিগের মনে এমন
কোন ভাবই নাহি । তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে
যথার্থই বহুসংখ্যক দেব দেবী স্বর্ণনামক কোন বিশেষ
মুখাবহ স্থানে বর্তমান আছেন, এবং তাঁহাদিগের
প্রত্যেকেরই ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতা আছে । তন্মধ্যে
দেবতা বিশেষকে সন্তুষ্ট করিয়া তদনুগ্রহের পাত্র হই-
বার জন্য তাঁহারা সেই দেবতার উদ্দেশে মন্দিরাদি
স্থাপন এবং নানাপ্রকার ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান
করিয়া থাকেন । কিন্তু দেব দেবীরা তাঁহার বিবিধ
গুণের অনুরূপ, তাঁহারা সেই জগদীশ্বরের উপাসনা
করেন না । আমি ইহা স্বীকার করি বটে, যে
পরমেশ্বরের বিবিধ শক্তিকে স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা করিবার
প্রথা হইতেই এই কাল্পনিক পৌত্তলিকধর্মের উৎপত্তি
হইয়াছে, কিন্তু এইগুণকার হিন্দুরা সে বিষয় কিছুই
অবগত নহেন, এমন কি তাহার মধ্যে কোন বাস্তবকে
উক্তরূপ প্রকৃত কথা বলিলে তাহার ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া
নানাপ্রকার কটুক্তি করিয়া থাকে । আমার বাসনা
এই যে আমি এ প্রকার বলিতে বাক্যই এমনত অনুকূল
না করেন যে কেবল আমার মত প্রতিপন্ন করিবার
নিমিত্তেই আমি একপ বলিতেছি । জগদীশ্বরের

প্রকৃতি ও স্বরূপ বিষয়ে যতই অধিক বাগাড়ম্বর করা যায় ততই আরও কঠিন বোধ হইতে থাকে । তৎ-
 প্রতি কারণ এই যে, যে সকল বিষয় আমাদের ইন্দ্রি-
 যের গোচর তৎদ্বারা কেবল তাহারই স্বরূপ নিরাক-
 রণ করা যায়, তদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর গদার্থের
 স্বরূপ নির্দিষ্ট করিতে পারা যায় না । আমরা কেবল
 এইমাত্র বক্তব্য যে যদ্যপি অজ্ঞাত বিচারে এবং ব্যক্তি-
 যাত্মকই স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারে এই বিশ্বজগতের সৃজন
 ও পালনকর্তা অনাদি অনন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন এক পুরুষ
 আছেন এমত প্রতীতি জন্মে, তবে তৎসঙ্গে আমাদের
 গের ইহাও বিশ্বাস করা কর্তব্য যে সেই পুরুষ সর্বশ-
 ক্তিমান এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর ।
 যদিও সূর্যেরা এবং কোনও বিদ্বানু কুসংস্কারাশ্রিত
 ব্যক্তিরা কোন ইন্দ্রিয়গোচর গদার্থকে সর্বশক্তিমান
 অনাদি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, তাহাতেই তাহা-
 দিগের অসঙ্গত ন্যায়লিঙ্গ আচরণ যে স্বার্থ, এমত
 কাহারো বিবেচনা করা কর্তব্য নহে ।

“ভারতবর্ষে এই অমূলক বেদবিরুদ্ধ পৌত্তলিকধর্ম
 প্রচলিত থাকিতে যে অশেষপ্রকার অশুভ ভোগ
 ক্রটিতে হইতেছে, নানাপ্রকার হানিজনক বিষয়ের
 উৎপত্তি হইতেছে, সামাজিক একা বিষয়ের নানাপ্র-
 কার প্রতিবন্ধক ক্রটিতেছে এবং উপচিকীর্ষাদি বৃত্তি
 সঞ্চালনের অশেষবিধ বাঘাত হইতেছে, ইহাই দৃষ্টে,
 আমি সন্তোষত্ববর্পকে ক্রমনিষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিবার
 জন্য বস্তু করিতে অতীব ব্যগ্র-চিত্ত হইয়াছি । তাহার
 যদি কোনক্রমে বেদান্ত-শাস্ত্রের মর্ম অবগত হইবে

পারেন তবে নিঃসন্দেহ সেই সর্বব্যাপী, সর্বনিষ্কল
নিরবয়ব জগদীশ্বরের একত্ব এবং সর্বব্যাপিত্ব জ্ঞাত
হইতে পারিয়া, তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করত মানব-
জন্মের সার্থকতা সাধন করিতে পারিবেন ।

‘আমি ব্রাহ্মণ্যশেষ জন্মগ্রহণ’ করিয়া, চিত্তাক্রান্ত
স্থানে এবং অকপট ওন্দ্ব্যরূপ বিচারে যে পথ অবলম্বন
করিতে আমাকে উপদেশ প্রদান করে, সেই পথ
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য অবলম্বন করাতে, দেশীয় বাস্তববর্ণের,
এমন কি, আপন’র অতি-নিকট বন্ধুবান্ধবদিগেরও
নিন্দার এবং কটুক্তির ভাজন হইয়াছি । আমার
সমিষ্ট সম্পর্কীয় এমন অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন
যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম আশ্রয় করিয়া যশ, মান, এবং
ধনার্জন করিতেছেন । সুতরাং আমার একপ
আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে কতপ্রকার প্রতিবন্ধক
দর্শাইতেছেন এবং তজ্জন্য আমাকে যে কত ক্লেশ
সহ্য করিতে হইতেছে তাহা বলা বাজ্জ্য । যাহা
হউক এবম্পকার যত প্রতিবন্ধকই উপস্থিত হউক না
কেন, আমি একটি বিদ্যাগ অবলম্বন পূর্বক সে সকলই
প্রশাস্ত চিন্তে সহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি ।
জগদীশ্বরের রূপায় অবশ্যই এক দিন সে দিনের
উদয় হইবে, যখন এ দিনের অকপট যত্ন এবং অধ্য-
বসায় ন্যায়-সম্মত বলিয়া জনসমাজে গ্রাহ্য হইবে ।
এমন কি, এমন আশা করিলেও করিতে পারি যে,
কত জন সন্তুষ্ট চিন্তে আমাকে স্মরণ করিবে । যে
বাস্তবই কেন যাহা বলন না, এই দৃঢ় বিশ্বাস-নির্বন্ধন
অপার আনন্দ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে কেহই

সম্মত হইরের না। যে অনাথন ও জগদীশ গোপনে অবস্থিতি করত সকলের অন্তর দর্শন করিয়া প্রকাশে তত্তৎ কৰ্ম্মানুযায়ী ফল বিধান করেন, তিনি অবশ্যই আনাকে গ্রহণ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।”

নানাবিধ ভাষায় বেদান্ত অনুবাদিত হইয়া প্রচার হইলে রামমোহন রায় “কল্পোপনিষদ” নামা সাম-বেদের একাধায় বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের টীকানুরূপ বাঙ্গলা এবং ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত করিলেন। এই অনুবাদের দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে পরমেশ্বর এক এবং সৰ্ব্বশক্তিমান। বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ১. জ্ঞানকাণ্ড। ২. কৰ্ম্মকাণ্ড। কৰ্ম্মকাণ্ডে পঞ্চভুতের পূজা এবং বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে বিধি আছে। জ্ঞানকাণ্ড, উপনিষদ সকল বাহার অঙ্গ, তাহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং জ্ঞাননিচয়ের বিষয় বর্ণিত আছে। কৰ্ম্মকাণ্ড এবং পুরাণাদি প্রতিপাদ্য মের দেবী পূজা এবং অনর্থক বাগাড়-হবাদি যে বেদের সর্বোৎকৃষ্ট উপনিষদের সম্যক-বিধি বিরুদ্ধ, সেই বিষয়টী পৌত্তলিকদিগের হৃদয়ঙ্গম করণোদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় উপনিষদ সকল নামা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।)

বেদান্ত দৃষ্টে বিচার করিলে ব্রহ্মের বহুত্ব কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন করা যায় না, বরঞ্চ ব্রহ্ম যে এক এবং বহু নহেন তাহারই ভূরিং প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান ভাবটী জগতের সকলের মনে আবিষ্কৃত হইয়া মহাজ্ঞানী রামমোহন রায়ের এই প্রগাঢ় মনন ছিল। এই মহাপ্রাণের কৃতকার্য্য

হওন জন্য তিনি যে কি পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াছিলেন তাহা লিপিক্তারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। সামবেদের কঠোপনিষদের ভূমিকামধ্যে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন "আমার সম্যক্ বিশ্বাস হইতেছে যে এই সকল গ্রন্থ পাঠে নবদেশীয় হিন্দুধর্ম্মেরায়ণ ব্যক্তিমাজেই বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদিগের যাবতীয় প্রশ্নানর ধর্ম্মশাস্ত্রেই ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। সুতরাং এটি সম্যকরূপে জ্ঞাত হইতে পারিলে, ইহা নিঃসন্দেহ ভরসা করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা স্ব স্ব চিত্তবৃত্তিতে বুদ্ধিসংস্কারে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন না।" আচ্ছা! তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ কি মনোহর অশ্রুশোভা ধারণ করিবে! তখন আর তাঁহারা ক্ষদ্র-বিশীর্ণকর সহস্ররূপে ধর্ম্ম ভয় বলিয়া প্রজ্ঞা করিবেন না, গঙ্গাসাগরে পুত্র নিক্ষেপ করিলে স্বর্গলাভ হয় বলিয়া কাহার বিশ্বাস থাকিবেক না, এবং দেবতা বিশেষের নিকট সর্গধর্ম্ম বিরুদ্ধ আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিবেন না।")

(এই নহং আশাবলম্বন করত তিনি বহুপ্রমে ও যথোচিত অধ্যবসায় সহকারে যজুর্বেদাদি কঠোপনিষদ এবং অথর্ব বেদান্তর্গত যুক্তকোপনিষদ বাজাল। এবং ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করত, নিজ্বায়ে তত্ত্বাবহ সুপ্রস্তুত করিয়া জন সাধারণ মধ্যে বিদ্যামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন।)

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ দৃষ্টে হিন্দুসমাজ একত্ববান জরাজীর্ণবৎ হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা রামসোহন

রায় যুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগের চিরাগত এবং লোকপ্রিয়
 কাপ্পলিক ধর্ম অমূলক ও ভ্রমপূর্ণ গাথাঙ্ক করিতে,
 কুমন্ত্রকার-পরতন্ত্র পণ্ডিতমণ্ডলী এবং মাথলদাতার
 কাকর্ম্মণ্য বাবুদণ্ড একবারে খসাইয়া হইয়া উঠিলেন ।
 সকলে বসিতে লাগিলেন, তাঁহা । অনানি সমস্ত বেদ
 বেদান্ত, বাহ্য, কেবল প্রাক্কণ বাতীত অন্য কোন বস্তু
 অপর্যায় করিতে পারে না, তাহা । মর্কসর্ম্মণ্যে প্রমা-
 শিত হইল । হেতুজ্ঞাতি পর্য্যন্ত এই সকল পাঠ করিতে
 লাগিল । খোর কলি উপস্থিত । সকল শূর্যকর্ম্ম এককালে
 বিনাশ প্রাপ্ত হইল । লোকমান্য ও পণ্ডিতপ্রিয় নাব-
 গণের দ্বৈষ্টকথানায় এবং প্রত্যেক অধ্যাপকের চতু-
 স্পাটীতেই কেবল এই জ্ঞাপনা, যে আত্মা এবং রাম-
 মোহন রায়ের স্বভাব ও আচরণ করিয়া তবে বিতর্ক
 হইতে লাগিল । তেহই ইহাও সজিতে লাগিলেন, যে
 রামমোহন রায়ের কি অসাপারগ শক্তি ! যে বেদ
 অমরা মর্কপ্রধান বলিয়া মান্য করি তদ্বারাষ্ট দেব
 দেবীর অর্চন : বিদ্বিরিক্ত বলিয়া মণমান করিযাছে ।
 অ কি অসাপারগ দাষ্টি ! বিদ্যাতে কি সাহসে কিছুতেই
 কম নহে ! অন্য রামমোহন রায়, ইহাও যাঁহাট বহু-
 গাভা শপে উদ্ধা হইতে পারেন ।

যোহাউক তাঁহাকে যে প্রমাণ করে এমনত লো-
 কের সম্মান অতি অল্প ছিল । তাঁহার বিপক্ষদের
 সম্মান এত অধিক দৃষ্ট হইয়াছিল যে তৎসঙ্গে তুলনা
 করিলে মনস্কামিকে খণনার মতোই আনিতে হয় না ।
 কেবল প্রাক্কণ নয়, শূত্রজ্ঞাতিরাও তাঁহাকে নিশ্চীড়ন
 করণাভিপ্রায়ে সকলে একমন এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হই-

জেন। কি ইনস্ট্রাক্টিভ, কি মৌমাংসক, কি পৌরাণিক, কি নাস্তিক, সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে মজ্জপ করিলেন। শাস্ত্রাদি কোন মহা সমা-
বোধের সভাধিবেশনে সকলে একত্র হইয়া এটি বিষয়ে-
রই বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন
ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যদিও অঙ্কুরগে রামমোহন
রায়ের বেদাদি শাস্ত্রাণাশয়ন এবং মার্ত্তীয় সংস্কৃত
গ্রন্থের উত্তমাদিকার বিবেচনায় এবং আপনাদিগের
জিতাজিত জ্ঞান ও যুক্তির উপদেশে তাঁহাকে দেবাব-
তার বশিয়া জ্ঞান করত তৎপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের
উপার্খা উত্তমরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তথাপি
সংসারহীন হীনজনা এবং লৌকিক ভয়ের অনুরোধে
প্রবাস করিতেন “হা, রামমোহন রায় কোথা হইতে
বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া এই আনন্দের কারণ
হইয়া উঠিল! কি আপদ, শূত্রাদি নীচ জাতিও
শব্দ অনায়াসে উচ্চারণ করিতেছে! আর কি মজল
তাছে, সকলেই উচ্ছিন্ন হইল।।

যে সময়ে “ব্রাহ্মধর্ম্ম” এই কথাটিও ভারতবর্ষে মর্ত্ত-
মান ছিল না এবং যে সময়ে অজ্ঞানবশে, ইংলণ্ডের মি-
জানিশাস্ত্রের প্রবলতা দূরে থাকুক, লক্ষ লোকমধ্যে গড়ে
এক জন ইংরেজী ভাষার সহায় কথাষাত্র জানিলেই
ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই ক্রমা-
নক অজ্ঞান-তিনিরাঙ্কর সময়ে যে মহাকা বেদবেদান্ত
প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র-অজনিধি মন্বন করত ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ
মুখার উপপত্তি করিয়া গিয়াছেন, তিনি কেমন মহান-
কত প্রশংসার এবং কত কৃতজ্ঞতার পাত্র!

“ইঞ্জিয়া গেজেট” নামা সমাদপক্ষে রামমোহন রায়কে যে “বঙ্গসংশোধক” বর্ণিত। ব্যক্তি করিয়াছিল তৎক্ষণেই মাস্ত্র কস্ত শঙ্কর উজী নামা জটনক পাণ্ডিত লিপিকার, ব্যক্তি করিলেন যে, রামমোহন রায় যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ত্রুষ্কর একত্র নিম্নে বেদবেদান্ত ইত্যেতে যে সকল প্রশ্নাণ প্রশ্নার্থ কর্তৃক তত্ত্বত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সে সকলই যথার্থ, অথবা সন্দেহ ব্যক্তি নাই। কিন্তু তজ্জন্যই, তিনি যে এই মতটী স্মৃতি প্রচার করিলেন যেমত বলা যাইতে পারে না। বাহ্যহটক তিনি এসকল স্বীকার করিয়াও পৌত্তলিকধর্ম বর্নণে রাখিতে যত্নের ক্রটি করেন নাই। তিনি নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়াছিলেন যে পুরাণোক্ত সকল দেবদেবী পুথকরূপে বর্তমান আছেন এবং তাঁহাদেরই অতীত অর্চনা করাও বিধিমাঙ্গ। এই সকল বিশ্বাস করাইবার জন্য তিনি যে সকল গুক্তি ও কারণ দশাইয়াছিলেন তদ্বাধ্যে প্রধান এই যে, যেমত ব্যক্তিরাইহেই কোন নৃপনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে একবারে তৎসমক্ষে উপস্থিত না হইয়া সর্বপ্রথমে তদ্বাস্তাদির সহিত চাক্ষুশ করিতে হয়, এবং কোন ব্যক্তি অভ্যাক্ত আটালিকা বিশেষে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে এককালে লক্ষ্য প্রদান না করিয়া যেমত একাদিক্রমে সোপানশ্রেণীতে পদ বিক্ষেপ করে, তদ্রূপ জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হইতেও সর্বপ্রথমে দেবদেবীর অর্চনা আবশ্যক করে।

এই আপত্তি প্রাপ্তিমান রামমোহন রায় তৎক্ষণে এক গুহ রচনা করিলেন, তদ্বাধ্যে এই লিখিত হইয়া-

রামমোহন রায় :

ছিল যে “রামমোহন রায়দেবের সম্পাদক ধর্ম্মসংলোচক এবং নবায়ত-প্রচারক” বলিয়া যে ব্যক্তি করিয়াছিলেন তাহা আমার নিতান্ত অনতিমত উচ্চ এই নাম হইতে যে বন্দোবস্ত হইতে পারে আমি কখনই তাহার আকাঙ্ক্ষা নহি। “নবায়ত-প্রচারক” এই নাম আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া যে আমি তজ্জন্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি এমন কখনই নহে, যেহেতুক সন্দেহীয় ব্যক্তিমাত্রই আমাকে এই নাম প্রদান করুক, বহুল নিম্নোপহাস করিয়া থাকেন। পরন্তু দেবদেবী পূজা বিষয়ে মহাশয় যে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন তদ্বত্তরে আমার এই বক্তব্য যে : বেদবেদান্ত মধ্যে অনেক নতুন আদি দর্শাইতেছি, যাহাতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের কাল্পনিক স্বর্ষাবৎ দেবীপামান প্রকাশ পাইতেছে। নোদ হয় শঙ্কর ভ্রমী মহাশয় এই সকল প্রমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের বাথার্থ্য অনুভব করিয়া, তদ্বিবয়ে পুনরায় উত্তরদায়ক হইবেন নাই। যেহেতুক “মৌনং সম্মতিলক্ষণং”।

(এই ঘটনার কিয়দিবসান্তে কলিকাতায় কোন খ্যাতিপন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি সংগ্ৰহ করত ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় এক খণ্ড পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এই পত্র প্রচারিত হই-
বামাত্রই, রামমোহন রায় অতি সুললিত এবং সরল ভাষায় যুক্তিপূর্ণ একখানি গুরু যুক্তাক্রিত করিয়া, তদ্বত্তর প্রদান করিলেন। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধ-বাদী মহাশয়েরা যে লিপিবদ্ধ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে, তাঁহারা ক্রমশঃকারে অন্ধ এবং

আগু হাতিশযে বাড়ুলপ্রায় হওত তাঁহার নিষ্কাশন
করিয়া বেড়াইতেন। এমন কি তাঁহাকে মক্কাসাধার-
নেই নাস্তিক নামে (যাহা তদ্রিকটে অতীব সূণ্যকর
ছিল। উল্লেখ করিতেন। তাঁহাদিগের এই বোধ
ছিল যে 'ঈশ্বরো নাস্তি', এইমত পৃথিবীমধ্যে প্রচলিত
করণ অন্য তিনি এককালীন ক্রুতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।
আহা! মনে করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়,
স্বাপাচারী কুসংস্কার-পরতন্ত্র ব্যক্তির সেই অদ্বিতীয়
দীর্ঘজি সম্পন্ন পার্শ্বিকের অগ্রগণ্য মহাত্মাকে করাল
কালহাসে সমর্পণ করণ অন্য নানাবিধ বড়বড় পর্য্যন্ত
কথিয়াছিল। তিনি কর্মানুরোধে হানাস্তর গমন-
কালে প্রহরীবিধি অনুসারে বাইতে পারিতেন না।
তিনি যে তৎকালীয় অজ্ঞানাত্ম হিন্দুগণ কর্তৃক না-
স্তিক নামে উল্লিখিত হইতেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য
কি? ফলে এইক্ষণ পর্য্যন্তও আমরা দেখিতে পাই
যে, যে ব্যক্তি এক প্রজ্ঞাবাদি মত প্রতিপন্ন করিতে
বদ্ধ করেন, তাঁহাকে অজ্ঞানী মাজেই নাস্তিক বলিয়া
ধাকে। তাঁহাদিগের নিকট নাস্তিক শব্দের অন্য
প্রকার অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি লোকপ্রিয়
এবং স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করলে ইচ্ছক হয় তা-
হাকেই তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া ধাকেন। এই বি-
ষয়ে তাঁহাদিগের মত মুসলমানগণের মতের সহিত
ঐক্য হয়, কারণ যে ব্যক্তি কোরাণে বিশ্বাস না করে
তাঁহাকেই তাহারা নাস্তিক ও কাফের শব্দে বাচ্য
করিয়া ধাকে। স্ব-ধর্ম্ম-ত্যাগ ব্যক্তি মাজেই নাস্তিক
বলিবার যে রীতি আছে সে দোষে কেবল যে হিন্দু-

দিগকেই দোষী দৃষ্ট হয় এমনত নহে। যে হেতুক পুরা-
রূত পাঠে এমনত প্রভীত হয় যে, সকল জাতীয় ব্যক্তি-
রাই স্ব-ধর্ম পরিভ্রাঙ্ক্য ব্যক্তিদিগকে উক্ত নাম প্রদান
করিত।

ইংরেজদিগের ধর্ম-পুস্তকে যে অংশে নীতিশাস্ত্র
লিখিয়াছে, রামমোহন রায় তাহার অত্যন্ত প্রশংসা
বাদ করিতেছেন, এবং তাহাতে সংশয়োনাস্তি ভক্তি
করিতেছেন। পৃথিবীতে যত প্রকার কাপ্পনিক ধর্ম
প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বাইবেল যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা
তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। বাইবেলের নীতি-
শাস্ত্র যে তিনি নিতান্ত মান্য করিতেছেন তাহা ইহাতেই
প্রভীত হইবে, যে তিনি উক্ত গ্রন্থ আদিম অবস্থায়
কিরূপ আছে তাহা পাঠ করিবার জন্য হিরু এবং
গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি জিউ জা-
তির কোন ধর্মোধ্যক্ষের সাহায্যে খ্রীষ্টানদিগের পুরা-
তন ধর্মপুস্তক এবং ইংলণ্ডীয় অনেক ধর্মোধ্যক্ষের
আশ্রয়ে তদীয় মূলতন ধর্মপুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন।
এই প্রকারে সকল জাতীয় ও সকল দেশীয় প্রধানত
ধর্মপুস্তক পাঠ করত তিনি বাইবেল হইতে অনেক
নীতিসংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন।
এই গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন।

“এই নীতিপূর্ণ গ্রন্থমধ্যে জাতিভেদ ইত্যাদি মূখ্য
মত সকল না থাকিতে, এবং নানাবিধ উত্তম নীতি,
যদ্ব্যক্টে মনুষ্য সামাজিক, মানসিক এবং শারীরিক
বিষয়ে অতীব সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারেন,
এমত বিষয় সকল থাকিতে, লোকনাত্যেরই অত্যন্ত

উপকার হইবে, এই ভরসায় এই গুণখানি আমি সংগ্রহীত করিলাম । এই গুণক সংগ্রহ হইবামাত্র খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তৎপ্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া “ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া” নামক সমাদেশে যোগে সিংহভূলা ভীষণ সূৰ্য্যোতে তাঁহাদের আক্রমণ করিল । যে ব্যক্তি অপরিসীম জগদীশ্বরে আপনাকে এক কালীন সমর্পণ করত পারদেহাত্মক মুখে অশ্রুতরঙ্গ প্রাপন করিয়াছেন এবং বাহার দানম-সন্ধির সুরলহা প্রভৃতি অনুলা পনো পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে ব্যক্তি এই বিষয় হইতে ভয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভব কি ? আকাশ হইবার অবাবহিত পথেই “সত্যপ্রিয়” এই নামের উক্ত সমাদেশেই তিনি তত্বতর প্রকটন করিলেন । কেবল এই প্রকার করিয়াই যে তিনি ক্ষান্ত থাকিলেন এমন নহে, এই সটনার কিয়দিকদিকে পুনরায় নিজ নাম সংগ্রহ করিয়া, বাহ্যাক্রমে স্বয়ং-প্রাপ্ত্যবস্থায় দ্বিতীয় উক্ত পান করিলেন । কোন বিষয় ঘটন, বাগাড়ম্বর উপস্থিত হইলে তাহা কখনই অপেক্ষা নপো গীমৎসা হয় না । ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় সম্পাদক পুনরায় রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় পত্রের প্রতি-ভাষার প্রদান করিলেন । আহা ! বার্ষিকপত্রের কি অসাপারগ শক্তি ! এই বক্তির অগ্নি হইলে মনুষ্য এক কালীন পশুত্ব আচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না । এই সূচিত হিন্দু ব্যাহাকে স্পর্শ করে তাঁহার অগাধ পতীর বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকিলেও, তিনি বালকত্ব ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত থাকেন না । ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় সম্পাদক মহাশয় সদাশি বহুপ্রণাল্যকৃত ছিলেন বটে,

তথাপি এই কুপ্রভাবের বশীভূত হইয়া, রান্নামোহন রায়ের প্রকৃষ্ট খ্রীষ্টধর্ম-বিক্ষেপ কতিপয় উত্তরাধিকারী তদনুসারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে অস্বীকার করিলেন।

যাহা হউক, ধর্ম প্রচারের রান্নামোহন রায়ের বঙ্গদেশে বঙ্গবৎ অধ্যবসায় ছিল। তাহা যে এই ঘটনাতেই নিহত হইবে এমনতর কখনই হইতে পারে না। তিনি ইহাও অব্যবহিত পরেই মুদ্রাঙ্কিত করত “বঙ্গভাষা মুন্ড-নিউইরিয়ান মন্ত্রালয়” সংস্থাপন স্থলিক ইহার মান-সোদিত এবং মুদ্রাঙ্কিত উত্তর সমুদ্র মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। এই সময়সীমা উক্ত রচিত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রাদি এই যজ্ঞক্ষেত্রে প্রচার হইতে লাগিল।

ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা এবং দেশস্থ অন্যান্য বিদ্বান লোক যৎকালে রাজা রান্নামোহন রায়ের উত্তর প্রভাবের দর্শনে সত্যত বাস্তব সমস্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যর্থে বহুবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন, তৎসময়েই অন্যান্যদিগের ধর্ম-সংশোধকের অনেক অনুগমনকারী বহু ব্রাহ্মমোহন মজুমদার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিপোষক একখানি অতিনব গ্রন্থ রচনা করত ধর্ম-তলার যজ্ঞক্ষেত্রে প্রচারিত করিলেন। এই গুরুখানি মানাবিধ সংযুক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। বেদ, হুয় গুরুচনার সময়ে রান্নামোহন রায় মজুমদার মকাশয়কে অনেক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকিবেন।

উল্লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে, যাহা প্রতীতি ইহার লেখক অতীত মহৎ এবং সুবিদ্বান জনৈক। ইহা আদি উদ্ভাটন করত ব্রাহ্মধর্মের প্রতিপোষক আশা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তজ্জন-

নাই মিথ্যাত্ব বিশ্বাস হয় যে গৃহকর্তার হিন্দু শাস্ত্রা-
দিকে অতিশয় ব্যাপত্তি ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি যে
কেবল স্বমতকেই যুক্তিযুক্ত ও অনমোদিতই গৃহা-
শ্রুতিপত্র করিয়াছিলেন এমত নহে, হিন্দুদিগের সেব-
নীয় এবং পরম্পরাগত পৌত্তলিক-ধর্মের এককালীন
সম্মোচনপাটন করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা কি অত্যন্ত
সুখেরকবিরস নহে যে, যে কলিকাতা নগরী নিরবস্থিত
পৌত্তলিক-ধর্মের আবৃত ছিল এবং যত্ন কি গনী,
কি নিধন, কি বিদ্বান, কি মুগ্ধ, সকলেই অনন্যমনা
হইয়া কেবল দেব দেবী পূজা করিত, সেই স্থানের
অনেক মানাৎশোভিত ব্যক্তি কর্তৃক এমত একখানি
গৃহ প্রচার হইল, যাহাতে পৌত্তলিক-ধর্ম এককালে
ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল।

যদ্যপি রামমোহন রায় সনাতন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার
করিতে তাৎক্ষণিক কার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন না
এবং একমাত্র ধর্মের জন্যই তিনি হিন্দুসমাজে যার
পর নাই নিন্দা, হুংসা ও তাড়নার আশ্রয় হইয়া-
ছিলেন, তদ্ব্যতীত ইহা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলা যাইতে পারে
যে তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হিন্দুদিগের সমক্ষে
প্রশংসার ও সাধুবাদের পাত্ররূপে পরিগণিত হইয়া-
ছিলেন। কালক্রমে হিন্দুসমাজের অনেক বিদ্বান ও
সচরিত্র লোকেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথে সর্ব্ব চিত্তে
পর্য্যাপন করিলেন এবং পৌত্তলিক ধর্মকে ঈর্ষাক্রমে
তদ্বিনাশে অজ্ঞপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমেই অগম্য হইতে
লাগিলেন।

অত্বেকার যুগে আলোকের সমাগম মাজেই যজ্ঞ

তিনি-রাশি-তিরোহিত হয়, সূর্য্যকান্তমণি অগাধ
 নিস্কুমীয়ে, নিক্ষিপ্ত হইয়াও যেমত তদীয় প্রভা-
 চতুর্দিক সমুজ্জ্বল করে, তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্মরূপ পরম
 পবিত্র সুশাসন সুশাসকের বিমল জ্যোতিতে পৌত্তলিক
 ধর্মরূপ অন্ধকার দূরীভূত হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম-
 ধর্মরূপ সূর্য্যকান্ত মণি, যাহা প্রাচীন হিন্দুগণ, যথা
 ধ্যাম বিশিষ্ট প্রকৃতি মহামহা ব্রাহ্মজ্ঞ মুনিগণের সময়
 পরেই পাপাকৌণ জনগণের মূর্থতা বশতঃ অজ্ঞানতা-
 রূপ জলাপ-গর্ভে নিক্ষিপ্ত ছিল, তাহা যতই উজ্জ্বল
 হইতে লাগিল ততই সছিদ্বান হিন্দু নিচর ভবিমল
 জ্যোতিতে মুক্ত হইয়া কাঙ্গামক ধর্ম-পাশ ছিন্নভিন্ন
 করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের কোন রচনা
 মধো এমনত দুই হইয়াছে যে তিনি তৎশাস্ত্রজ্ঞ ও
 বুদ্ধিমান স্বজন ব্রাহ্মবদিগকে ততঃ অবলম্ব্য শাস্ত্রাদির
 অর্থাৎ বেদ বেদান্তের অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইবা মাজই
 তাঁহারা একমন্য হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম গৃহণ
 করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু সঙ্ঘা-
 নানা গণ্য ব্যক্তিরও ব্রাহ্মধর্মের অমৃতময় স্বাদ গ্রহণে
 সমর্থ হইয়া পরম প্রীতি পূর্ব্বক উক্ত ধর্ম গৃহণ করি-
 য়াছিলেন। আহা! এত দিনে দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের
 সুখদিন উদয় হইল। পুরাতন কালের মুনি ঋষিগ-
 ণের লোকান্তর গমনের পর যে ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম ধর্মের
 নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই, সেই ভারত ভূমিতে এই-
 কালে ব্রাহ্মধর্মের সন্ধ্যা অধিক হইয়া উঠিল। তৎ-
 সময়ে যে মহান ব্যক্তির ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বন করিয়াছি-
 লেন, তাঁহার সকলই বিদ্যা বুদ্ধিতে ভূষিত ছিলেন

মুত্তরাৎ কি হেতুতে জগজ্জানর পরমার্থ জ্ঞাপন বিষয়ে কৃষ্ণকর্ণা হইতেন তাহার উত্তম উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। ১২৩৪ বঙ্গাব্দে (১৮২৮ খ্রীঃ) তাঁহার সকলে জননা-মনা হইয়া পৌত্তলিক-ধর্ম্মরূপা পিশাচী হইতে জননী জন্মভূমিকে মুক্ত করণার্থ “ ব্রাহ্ম-সমাজ ” স্থাপন করিলেন। এই সভা প্রতি বৃন্দাবন সঙ্ক্ৰান্ত আরম্ভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মবা অত্রখানে ভিপবেদন করত বেদের কতিপয় প্রবন্ধ দ্বারা সেই জননাথ জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। উক্ত প্রতি সমূহ সংস্কৃত ভাবার রচিত জ্ঞান, জন্ম সাধা-রণের বোধগম্য হয় না। মুত্তরাৎ ততাবৎ বঙ্গভাষাতেও ব্রাহ্মরা পাঠ করিয়া থাকেন। তৎপর বঙ্গভাষায় বিরচিত নীতিগর্ভ ও পরমার্থ সুধা পরিপূর্ণ বঙ্গভাষা সমূহ পাঠ হয়। এই প্রকারে উপাসনা করা শাস্ত্র হইলে, রামমোহন রায় এবং তাঁহার অন্যান্য বাক্তবের প্রণীত ব্রহ্মসমীত গীত হইয়া সভাস্থ হয়। এই সভাতে নতুবা যাজ্ঞেই প্রবেশ করিয়া তৎকার্য্য দর্শন করিতে পারেন, তাহাতে নিষেধ নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম জনসম্মুখে প্রচার হওন জন্ম এই সভা হইতে নানা-বিধ পুস্তক প্রচারিত হইয়া বিতরণ হইয়া থাকে।

আহা! কি আশ্চর্য্য! সভা কখনই গোপন থাকিতে পারে না, যলন্ত অগ্নি কি কখন বসন দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিতে পারে? রামমোহন রায়ের প্রবক্তন সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ জনপদে প্রচলিত হয় নাই, এইরূপে সেই সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়া তদীয় জন-সমূহকে ব্রাহ্মানন্দরূপে প্রাবিষ্ট করিতেছে।

এপর্যন্ত এপুস্তকের বহুল স্থানে ব্রহ্মধর্মের বিষয় উল্লেখ করা মাত্র হইয়াছে, কিন্তু সে বিষয়টি কি তাহা সম্যক্ রূপে ব্যক্ত হয় নাই । মানব যাত্রেবই স্বভাব এই যে কোন এক বিষয়ের অসঙ্গ প্রবণ করিলে তদ্ব্যবস্থার প্রবণ করিতে কৌতুহল হইয়া থাকে । অতএব পণ্ডিতবৃন্দের আপন জনা উক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য কি এবং যে ধর্মটি বা কি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল ।

ব্রহ্ম বা একনিদমগু আসীৎ ; নান্যৎ
কিঞ্চনাসীৎ । তদিদং সর্জনসৃজৎ ।

অর্থ—

পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন ।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রং
নিরবয়বং কমেবাভিভীতং সর্জব্যাপি সর্জ-
নিয়ক্ সর্জ্যভ্যাসং সর্জবিৎ সর্জশক্তিমান-
স্বতন্ত্রং পূর্ণমিতি ।

অর্থ—

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্জন, সর্জব্যাপী, সর্জ্যভ্যাস, নিরবয়ব, নির্জিকার, একমাত্র, অবিভীত, সর্জশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পূর্ণ স্বভাব ।

একসা ভূটমায়োপাসনয়া পারত্রিক টমহি-
কক শুভভবতি ।

অর্থ—

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পার-
ত্রিক মঙ্গল হয় ।

তন্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ
তদুপাসনমেব ।

অর্থ—

তঁাহাকে প্রীতি করা এবং তঁাহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তঁাহার উপাসনা ।

“এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম সকল দেশের জ্ঞানী মনুষ্যের স্থল । এই ধর্মালুয়ায়ী বাক্য অধিক বা অপাংশ সকল দেশের ধর্মগুরুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই ধর্ম দু্যলোকে ও ভূলোকে, বাহিরে ও অন্তরে, অবি-
মন্ডর জাহ্নল্যমান অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । জীব ও বুদ্ধি এ ধর্মের জনক জননী, প্রালোচনা ইহার পাত্রী, জ্ঞানিদিগের উপদেশ ও ধর্মপ্রতিপাদক গুরু সকল ইহার অমপান ।”

“তন্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসন-
মেব” এ ধর্মের সার বাক্য । ঈশ্বরকে প্রীতি করাই প্রধান ধর্ম, তাহা হইতে শাখাধরূপে তঁাহার প্রিয়-
কার্য সাধন নির্গত হইয়াছে । যেমন মীন জল ব্যতীত থাকিতে পারে না, জলই যেমন তাহার জীবনধরূপ,
তদ্রূপ ব্রহ্ম উপাসক বান্ধি সতত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বর-
গুণকীর্তন ব্যতীত থাকিতে পারেন না । ঈশ্বরপ্রসঙ্গ,
ঈশ্বর-গুণকীর্তন তঁাহার জীবনধরূপ হইয়াছে ।
তঁাহার মন তঁাহার প্রিয়তম ঈশ্বরকে পাইবার জন্য
সর্বদাই সতৃপ্ত রহিয়াছে । তিনি সেই দিনের জন্য
সতত ব্যাকুল রহিয়াছেন, যে দিনে তিনি তঁাহার
জীবনের জীবন ও চিরকালের উপলব্যকে প্রাপ্ত হই-
বেন । যে প্রীতিরস পান করা তিনি আপনার পরম

চরম সুখ জ্ঞান করেন, তাহা তিনি এখন অবশিষ্ট
অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন; তিনি এই আশাতে
আনন্দিত থাকেন, যে অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহার
জ্ঞানের বড় ক্ষতি হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার
ঐতিরক্তি ক্রমে উন্নত হইয়া তাঁহাকে অপর্যাপ্ত গানন্দ
প্রদান করিবে। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয়, ঈশ্বর-দুই
জগৎও তাঁহার প্রিয়। তিনি অষ্টা, তাঁহার অবশ্য
এমত অতিপ্রায়, যে সৃষ্টির মঙ্গল হউক, অতএব যে
কানাদারা তাঁহার সৃষ্টির মঙ্গল হয় তাহাকে তাঁহার
প্রিয়কার্য্য বলিতে হইবেক। সেই প্রিয়কার্য্য করা
ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি আপনার মতাকল্পনা কর্তা জ্ঞান
করেন : ন্যায়চরণ, সত্যাবহার, পরোপকার তাঁ-
হার প্রিয়কার্য্য।

ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের বাক্যগণ ।

১। এ পদার্থে জাতির নিয়ম নাই, সকলজাতীয়
মনুষ্যের এ পদার্থে অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য্য
পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে আলোক প্রদান করিতেছে,
ঈশ্বরের বায়ু পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে প্রাণ দান
করিতেছে, ঈশ্বরের মেঘ পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে জল
প্রদান করিতেছে। অতএব কোন এক বিশেষ জাতি
ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্র হইয়া সত্যধর্ম্ম উপভোগ করিবে,
আর অন্য সকল জাতি তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে,
ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় সৎখনই হইতে পারে না।
সকল মনুষ্যই সেই অমৃত পুরুষের পুত্রস্বরূপ।

মাত্রে তাঁহা নিকট হইয়া আসিলে। তখনই বিশুদ্ধ-
চিত্ত হওয়া আবশ্যিক করে। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইয়া
হৃদয়ে মনঃসমাপান করে, সে অবশ্যই তাঁহাকে
দেখিতে পায়। যেকোন মলানুষ্ক দপ দিতে বস্তু
এ তরুণ প্রতিভা কর না, তেমনই অন্ধা পাপকণ
মনাতে জড়িত থাকিলে দেখারের প্রতিরূপ তাহাতে
প্রতিভা হইয়া না। সেই মল প্রকালন কর, তাহা
হইলে দেখারের সঙ্গ আসিয়া হইত সহজেই তাহাকে
প্রতিভা হইত।

৫ শ্রবণ সঙ্গ। এ বাক্য সংসার পরিত্যাগ করা
বিধেয় নহে। যখন দেখা বাইতেছে যে ঈশ্বর সঙ্গ-
ভীম মনুষ্যের সহিত সহনামের এক প্রকার ইচ্ছা
জানাদিগকে দিয়াছেন, যখন বন্ধুতা, দয়া, প্রীতি,
যেহ ইত্যাদি দ্বারা দিয়াছেন, তখন তাঁহার আত্মপ্রাণ
স্বর্গে বোধ হইতেছে যে এই সকল বৃত্তি আমরা নির্দোষ
রূপে চরিত্র্য করি। কামাদি রিপু বাহার বশীভূত
হইয়া না। যে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী
হইলে তাহার অত্যন্ত বিপদ। আর যে সাধকের
কামাদি রিপু বশীভূত হইয়াছে, তাহার আর সংসার
ত্যাগ কবির প্রয়োজন কি?

৬ বস্তু সঙ্গ। বাহ্য আভ্যন্তরের সহিত যথার্থ ধর্মের
কোন সংক নাহি। লোকে ভ্রমবশতঃ কতকগুলীন
কাম্পনিক ক্রিয়া ও বাহ্য আভ্যন্তরকেই মথার্থ ধর্ম্য মনে
করিয়া পরম ক্রিয়া সত্য ও নাশ-ব্যবহার পরিত্যাগ
পূরক সেই সকলেরই উপর অত্যন্ত নির্ভর করে, কিন্তু
তাঁহারা এক সত্য কথা মূল্য জ্ঞাত নহে। জ্ঞান,

খান, ভক্তি, পরোপকার এই সকল ব্রহ্মোপনিষদদের কিরা।

৭ অষ্টম লক্ষণ। এ ধর্মোক্তে ত্রীধেয় নিয়ম নাহি :
সকল জ্ঞানই ত্রীর্থ। যেহেতুক এমন জ্ঞান নাই, যে
আনন্দ তিনি ব্রহ্মান নাহি। আকাশ সেই আনন্দ-
জ্ঞান পরব্রহ্মের পরীক্ষা, জগৎ তাহার মন্দির।
নিম্নতম মন ব্রহ্মোৎসর্গই ত্রীর্থ, যেহেতু তাহা বিশ্ববর
প্রিয়তম আশ্রয়।

৮ অষ্টম লক্ষণ। এ ধর্মোক্তে অল্প দাপই প্রায়-
শ্চিত্ত। যদ্যপি অজ্ঞান বা মোহবশতঃ কোন দার্শনিক
ধর্মোক্তে ১০, তবো তাহা ১০ইতি অল্প দাপিত-চিত্তে
বিশুদ্ধি হইয়া করিয়া যে কর্ম না করিলে তেজস্ব
যে কলগানের পবনোদর সেই পাপাত ১০-প্রদীপিত চিত্তে
আত্ম-প্রসাদেও অমৃত বিকল করিয়া অল্প ও আরোগ্য
প্রদান করেন।

এই সকল সংস্থাপিত হইয়া থাকেই কুমার সংস্থাপিত
প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় এককালীন অবনতাবস্থার আর
হইয়া উঠিল। যেমনাতঃ গায়ত্রী, বাহা পূর্বতন ব্রাহ্মণ
নিগর চাতুর্ব্যো শূদ্রাদি জাতি সমস্ত আকাশকুসুম-
বৎ ছলিত ছিল, এমন কি ব্রাহ্মণ বাতীক বাহা স্পর্শ
পর্যন্ত করিবারও কাহার ক্ষমতা ছিল না; তাহাই এই-
ক্ষণে সকল জাতি, শ্রেষ্ঠাদিরও বর্ণগোচর হইতে
লাগিল, ইহা কি কোনক্রমে তাহারদিগের সহ্য হইতে
পারে? অতএব এই সকল আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত
হইবার মানসে অর্থাৎ ব্রাহ্মদলকে পদানত করিবার
জন্য প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় “ধর্মসভা” সংস্থাপন

করিলেন। এই সভাসংস্থাপনের পর কলিকতা নগরী
এককালীন জগৎকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। দিব্যরাজ
কেবল এই আলাপে ঐ চর্চাতেই জ্বলন্ত হইতেন
না, তিনি যে স্থানে গমন করা যায় কেবল “পূর্ণসভা”
“ব্রাহ্মসভা” পৌত্তলিক জ্ঞাত প্রবল হইল, প্রকৃত্যই
সকলকে জড় করিয়া দৃশ্য অদৃশ্য কামোদনময় উদ্ভীর্ণ
করিল। এই কথা ভিন্ন আর কিছুই করণে চর হইত না।
নিরন্তর জগৎপাণ্ডিত্যের বোনে, কি সাহসি, কি নৈষ্ঠিক
খানা, কি বাহির নীতি, কি জগৎপুত্র, কি চরীমগণ,
সকল ভাবেই কেবল এই শাস্ত্র প্রতিপন্নিত হইল,
জাগল। একদিনস এমন জগৎ উদ্ভীর্ণ যে পদ্য যজ্ঞ
ব্রাহ্মণ তা এককালে পরাভূত হইল। পৌত্তলিক পরী
প্রতিপোধক “পূর্ণসভা” “ব্রাহ্মসভা” নীকার করিয়াছে।
এক ভূমির দিব্যসৌন্দর্য্যের সমস্ত প্রতিগোচর হইত
যে পৌত্তলিক পদ্য এককালে লম্ভে দিলেই হইয়াছে।

বাল্মীকিও ভবিষ্যতে বারি নিঃসৃত করিলেন তাহা
কতজন শুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে? নিরবচ্ছিন্ন
কর্দমে যোগে অটীর্ণতা নিমিত্ত হইল। তাহা কি যখন
অচিরে পতিত না হইয়া চিরস্থায়ী হয়? তাহা জন্ম
কাল পরিকল্পনা নগ্ন চাক্ষুষে ভূষ করে নাই, কিন্তু
কিয়ৎকাল পবেই তাহা দিনাশকে প্রাপ্ত হয়। পূর্ণ-
সভাও প্রথমে যত্নসহ সজশী হইয়া শির উন্নত করত
ব্রাহ্মণকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই
যোগে কেবল তত্ত্বময়াজ্ঞী কীটনক্ষিত স্বর্ণ কাগ-
জাদি অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা
সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে বিষয়টী রতমান

কিনে জাত্যভিমান ইত্যাদি বিষয়ী কুপ্রথা সকলের
 নৈতিক উদ্ভেজিত থাকে, এবং যাহার আবির্ভাবে সামা-
 নিক সুখ নিচয়ও হুৎথা পশি হইয়া পড়ে, এমনত ভয়া-
 নক বিষয়ের চিরস্তায়িত্বের জন্য বিদ্বান ও বুদ্ধিয়ান
 মাত্রই অবতু প্রকাশ করেন।

এইক্ষেণে রামমোহন রায় যে নির্দয় হৃদয়-বিদারক
 সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ
 করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া খাই-
 তেছে। আহা! স্মরণ হইলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক
 হইয়া যায় এবং মনুষ্যমানের উত্তমোত্তম বৃত্তি সকল
 ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। কত সহস্র কুলকামিনীরা যে এত
 ভীষণ কুপ্রথা নিবন্ধন অকালে কাল-কবলে নিপতিত
 হইয়াছেন তাহার সঙ্খ্যা করা মুকঠিন। জীবনান্ত
 যাত্রাই নিতাপায়ে গমন করত অপার দুর্ঘনাস্তাগ
 হইবে, শাস্ত্রকারকদিগের এই স্বকপোল-কল্পিত বিষ-
 ময় ফলোৎপাদক নাকো বিনোদিত হইয়া, মিরাপ্রয়া
 বিবশা শক্তিবহীনা অবলারা জীবনরত্নে জলাঞ্জলি
 প্রদান করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। এই ভয়ানক
 প্রকৃষ্ট পক্ষা যে কোন সময়ে এবং কি উদ্দেশ্যে কোন
 নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার নির্দেশ
 করা সুদূরপর্যায়িত। হিন্দুজাতির সকলপ্রধান এবং
 জগজ্জনমানা যে বেদগ্রন্থ তন্মধ্যে এই কুপ্রথার অতি-
 পোষক বচন মাত্রই বর্তমান নাই, মহাদি প্রধান
 গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই, সুতরাং নিতান্তই বোধ হয়
 যে কোন মূঢ়, জিঘাংসা বৃত্তিই যাহার মনোরাজ্যে
 একমাত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল এবং বিনি পর-

রামমোহন রায়।

দুঃখেই মুখ অনুভব করিতেন, তাঁরা কতক মহাদির
 সময়ের অনেক পয়ে এই গরলময়ী প্রথা এই ভারতবর্ষে
 প্রচারিত হয়। হা ভারতবর্ষ! তোমার কি দুর্ভাগ্য!
 তুমি সর্বপ্রথমে মর্দী-মণ্ডলে সভ্যতা ও ভাষ্যভাব
 পতাকা উড্ডীন করিয়া, পরে কি কুপ্রথার আধার
 না হইয়াছ। যে স্থানসমূহ বেন-বেন স্ত্রী প্রতিপাদ্য
 ব্রহ্ম-উপসনার আলোচনায় অহর্নিশি প্রতিশ্রুতি
 চইত এবং যে স্ত্রীর লোকমণ্ডলী সুসজ্জিত জ্ঞান-
 প্রভাবে জন্মনা পৌত্তলিক ধর্মের মন্তকে পদার্পণ
 করত কুসংস্কার-পিশাচীর আক্রমণ হইতে এককালীন
 নিশ্চিহ্ন হইয়া কাল যাপন করত, অজ্ঞানতার এবং
 সূচতার প্রভাবে সেই দেশে এইক্ষণে এমনত দুর্কর্ম নাই
 যে দিনই রূত না হইতেছে! তুমিই বাস, বশিষ্ঠ,
 গৌতম, যমু প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যাদিগকে প্রসব করিয়া
 রত্নগর্ভাঃ স্বর্গে উদ্ধৃত হইতে, সেই তুমিই আবার দুষ্চ-
 রিত্র, সর্ব কর্ম নাশক, সৌর পৌত্তলিক, সহমরণ, নর-
 বলি ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে বাহারা ধর্ম বলিয়া জানে
 তাচারদিগের জননী হইয়াছ। শূন্য এককালে নীলা-
 বতী, খনা প্রভৃতি অসাধারণ কল্যাণের বীজবোম
 প্রসবিনী হইয়া তজ্জনিত গৌরবের বীজবোম এই
 ছিলে, এবং সেই তুমিই এইক্ষণে এমনত সকল ভাবনা
 দিগের গর্ভধারিনী হইয়াছ, বাহারা বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা
 থাকুক, এককালীন বাহাজ্ঞান রহিত হইয়া দুর্কর্মকে
 সত্কর্ম এবং সত্কর্মকে দুর্কর্ম বলিয়া মানিতেছে,
 এমন কি অলস্তুানে প্রাণ সংসর্গ করত আত্মহত্যা-
 রূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ হইবে এই অমু-

রামমোহন রায়।

লক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করত নিঃশঙ্কচিত্তে তৎকর্ম্মে
প্রবৃত্ত হইতেও সাহস করিতেছে।

রামমোহন রায়ের জীবন সময়ে এই জ্ঞানবিদ্যার ক
ন্যাপারের এমন প্রাণলা হইয়াছিল যে ভাগীরথীর
তীরে সচরাচরই অবলা কুল-কামিনীদিগকে স্ব স্ব
পতির জলন্ত চিতোপরি প্রাণ সমর্পণ করিতে দৃষ্ট
হইত। কোন স্থানে দৃষ্ট হইত যে রূপ লাবণ্যবতী
ষোড়শবর্ষ নব যুবতী পৃথিবীর সকল মুখে কলাঞ্জলি
প্রদান করত মলিন-বদনে দীন নয়নে শীঘ্র সংসদ্বিগেহ
অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভীষণাকার অগ্নিশিখায় প্রাণ রত্ন
সমর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং কোন স্থানে
দৃষ্ট হইত যে শীর্ণকায়বিশিষ্ট বৃদ্ধা চ্যুদ্ভিঃকেন্দ্ৰি
যীম সন্তানগণের রোদনধ্বনি এবং হঠাৎকারে শব্দ তুল
জ্ঞান করত, ক্রমপূর্ণ নির্দয় শাস্ত্রকারের অভ্যুদয়
প্রকারে মানবজাতি সংবরণে প্রবর্তমান হইতেছে।

এই সকল ভয়ানক ব্যাপ্যে দর্শনে রামমোহন
রায়ের সঙ্কল্প অন্তঃকরণে দয়া একবারে তরঙ্গবতী
হইয়া উদ্ভিল্ল হইল। কি হেতুতে ভারতভূমি এই জঞ্জাল
শব্দেত মুক্ত হইতে পারে এই চিন্তাতেই তাঁহার দিন
যামিনী স্ততিবাহিত হইতে লাগিল। পরে ১৮২০ সালে
তিনি বাঙ্গালা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় সহস্রাধিক
পক্ষ ও বিপক্ষ দুই বাক্তির নাদানুবাদস্থলে বহুসংখ্যক
ঐচ্ছ মুদ্রিত করিয়া, সর্বসাধারণকে বিতরণ করি-
লেন এবং এই গুরুতর বিষয়ে একখানি মাত্র পুস্তক
মুদ্রাস্থিত করিয়াই তিনি ফাল্য থাকিলেন না। প্রথম
পুস্তক প্রচারের কিয়দিবদান্তেই পুনরায় পূর্ব প্রাণ-

জীতে অন্য গ্রন্থখানি পুস্তক প্রচার করিয়া বিতরণ করিলেন। এই বিলীর গ্রন্থখানি তিনি গ্রীক ভাষা লেডি হেষ্টিংসের নামে সমর্পিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপরি উক্ত পুস্তকখানি প্রচার করিবার এই প্রধান অভিপ্রায় ছিল, যে ভারতভূমির বাসীরা যাক্তি সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে এই দুঃসহ সহমরণপ্রথা কেনন দারিত্র এবং অজ্ঞতা প্রভৃতি নীচপ্রকৃতি হরাময় শাস্ত্রকারদিগের প্রতিপাদ্য, কিন্তু বেদ বেদান্ত ও মন্বাদি সৰ্ব্বপুণ্য ও জগন্মান্য গ্রন্থ নিকরের কখন প্রতিপাদ্য নহে।

এই গ্রন্থনিচেষ্টে যে সকল অশ্রান্ত এবং অলঙ্ঘনীয় নম্রিষি হইয়াছিল সেই সমুদায়ই ভারতভূমি হইতে এই কুপ্রথা নিবাসন করিবার মূলীভূত কারণ হইয়া উঠিল। গবর্ণমেন্ট ১৮০৫ সাল হইতেই সহমরণ রহিত করিবার আদেশ্যকতা দ্বারাতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধ জন্য এ পর্বান্ত উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্গম হইয়াছিলেন না।

কিন্তু এইক্ষণে রামমোহন রায়ের প্রণীত গৃহ অধ্যয়নে গবর্ণমেন্টের স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে সহমরণ নিবারণ করিলে প্রধানতঃ হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম্য করা হয় না। সুতরাং “লড উইলিয়ম বেন্টিক” বাহার নাম হিন্দুশাস্ত্রের হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে ও তাঁহা কালেও অবশ্যই থাকিবে; তিনি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈয়ম দ্বারা এই অনিষ্টকর প্রথা একবারে রহিত করিয়া দিলেন। এই বিধি প্রচার হইবামাত্রই ধর্মসভার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহার সকলে একত্র

হইয়া গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সমক্ষে বহুসম্মান
অর্পিত উপস্থিত করিলেন । কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ রাজা
রামমোহন রায় জীবিত থাকিতে অজ্ঞ লোকের কথা
আমতি গুণ্য হইবার সম্ভব কি? তিনি বাহাদুর অব্য-
বহিত পথেই অনেকানেক বিদ্বান লোক দ্বারা এক
পত্র সংগ্রহ করাইয়া, প্রার্থা রাহিত করিয়া গবর্ণমেন্ট
যে দেশের অনেক উন্নতি সাধনের হেতু করিয়া দিয়া-
ছেন তাহা অকপট-চিত্তে প্রকাশ করিয়া, গবর্ণর জেনে-
রলকে ভূরিভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন । নতমরণ
নিবারণ এবং বঙ্গদেশের মহিলাগণের অবস্থা উন্নত
করিবার জন্য রামমোহন রায় সমুদ্রপ অধ্যবসায় এবং
পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা লেখনীদ্বারা
ব্যক্ত করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই বলা গাইতে
পারে ।

১৮৩০ সালে “জেনেরল এনেমবলী” নামক বিদ্যা-
লয়ের সংস্থাপক কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া
তাহার মনের মানস রামমোহন রায়ের সমক্ষে ব্যক্ত
করিলেন । তিনি যদিও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন না,
তথাপি বাইবেল শিক্ষাদ্বারা বঙ্গদেশের যে অসাধা-
রণ উপকার হইবে এটি বুঝিতে পারিয়া, উক্ত বিদ্যা-
লয়ের সংস্থাপককে যথোচিত সম্মান পুরস্কার গ্রহণ
করত তাহাকে সাধানুগারে সাহায্য প্রদানে প্রতি-
শ্রুত হইলেন । তৎকালীন বিদ্যালয়ের জন্য অন্য
কোন গৃহ প্রাপ্ত না হইবার, রাজা রামমোহন রায়
ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ভূদেশে প্রদান করত স্বীয় বদা-
ন্যতা গুণের নিদর্শন প্রদান করিলেন । এতদ্ব্যতীত

তিনি একাদিক্রমে আসাদিককাল উক্ত বিদ্যালয়ে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তদীয় বালকবৃন্দকে নানা প্রকার সমুদায় প্রশংসা প্রদান করিয়া তাহাদিগের উৎসাহানন প্ররোচিত করিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করেন নাই। “নিরুৎসাহিত মুখ হউক এবং দুঃখ এককালে পৃথিবী হইতে নিরাসিত হউক” রামমোহন রায়ের আশঙ্কায় এই প্রবন্ধটি নিরন্তর জাগরক থাকিল। তাঁহার সহিত যে ব্যক্তিই বারেক কথোপকথন করিয়াছেন তিনিই তাঁহার সম্মুখে একান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহার যশোবিস্তার করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই। কথিত যেবরেও সাহেব তাঁহার মহদগুণে কীত হইয়া সত্যতই তাঁহাকে স্নেহ, সম্মান, ও মহত্ম্য সাধনাদি প্রদান করিয়া থাকিতেন।

রামমোহন রায় বহুদিবস পর্য্যন্ত বিলাত গমনে আশংক ইচ্ছুক ছিলেন। ইউরোপ মহাখণ্ড, যেখানে বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতার প্রভাবে মানবগণ অসাধারণ মহত্ব লাভ করিয়া পৃথিবীতে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই স্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার মানস তাঁহার মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিতেন যেখানে পদার্থবিদ্যা, বৎপেরোনাস্তি, উন্নতি লাভ করিয়াছে, স্বাধীনতা যেখানে আকার-বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে, যে দেশ প্রাকৃতিক নিষ্কান-জ্যোতিতে সমুচ্ছল হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণের উপকার সাধন করিতেছে, এবং ধর্ম্মগুণের যে ভাগ লব, বেকন, নিউটন, হ্যামডন, ওয়াট, সেকুপিয়ার, মিল-টম ইত্যাদি অসংখ্য জনগণের প্রসবিনী হইয়া জগৎ

জনমান্য হইয়াছে, এমত স্থান মানব মাত্রেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা অতীব কর্তব্য ।

সুনির্মল ব্রাহ্মধর্ম লোকমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করিতে তিনি অহলিশি নিযুক্ত থাকায় তাঁহার মানস প্রশান্ত অর্পণ ছিল । কি উপায়ে উক্ত বিশুদ্ধ ধর্ম সর্ব সাধারণের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইবে সেই ভাবনাতেই তাঁহার সকল সময় অতিবাহিত হইতেছিল, কিন্তু পরিশেষে বখন তিনি দেখিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম সন্নিবান ব্যক্তি মাত্রেই আরদণীয় ও গ্রাহ্য হইয়া উঠিল, তখন আর তাঁহার মানসের শোণা বহিল না । তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল তঁহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া তিনি বিলাত গমনের উদ্দেশ্য করিতে লাগিলেন । আহা! জগদীশ্বরের কি অনির্বচনীয় মহিমা! এমত বোধ হয় যে রামমোহন রায়কে তিনি যেন তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জ্ঞানে তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেন । দিল্লির বাদশাহ নিজ রাজধানীর নিকটবর্তী কোন ভূমিখণ্ডের রাজস্ব প্রাপণার্থায় “বোর্ড অব কমন্ট্রোল” নামক বিচারালয়ে স্বীয় প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার যত্ন না থাকা আপত্তিতে বোর্ডের বিচারকগণ তাহা অগ্রাহ্য করেন । এইক্ষেণে বাদশাহ ইংলণ্ডেশ্বরের দ্বারা স্বীয় যত্ন সাব্যস্ত করণ কারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । কিন্তু তৎকর্ম নিব্বাহার্থে কাহাকে নিয়োগ করিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরিশেষে রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির বিকর জ্ঞাত হইয়া তদ্বারা উক্ত কর্ম সম্পাদন করিবেন এই স্থির করিয়া, তাঁহাকে রাজা

নাম প্রদান করত বিলাতে প্রেরণ করিতে রুত-
সঙ্কল্প হইলেন ।

রামমোহন রায় বিলাত গমন করিবেন, এই কথা
সর্ব সাধারণ মধ্যে প্রচার হইলে, হিন্দুকুল এককালে
জলন্তানলবৎ হইয়া উঠিল । তিনি কি মহত্বদেশী
লক্ষ্য করিয়া এই কর্ম করিতে প্ররুত হইলেন তাহার
সার সর্ম্ম কেহ অনুধাবন করিতে না পারিয়া, কত
কল্পিত এবং উপহাসাম্পদ বিষয় উল্লেখ করত
তাহাকে অপবাদ দিতে লাগিল । কিন্তু যে মহান ব্যক্তি
হিন্দুদিগের ভাড়নায় দৃকপাত না করিয়া ঈশ্বর্যবলে
সে সকল অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি অসাধারণ
অধ্যবসায় এবং আশ্রয় যত্ন সহকারে অসংখ্য ব্রাহ্ম-
পণ্ডিতের পতাকা দেশমধ্যে উজ্জীন করিয়াছেন এবং
যিনি ধর্ম্মসত্যনিষ্ঠত আপত্ত্যে সকল খীর সূতীক্ষ্ণ
জ্ঞানাত্ম দ্বারা ধ্বংস করিয়াছেন, তিনি যে কুসংস্কার-
প্রিত হিন্দুদের কটকাটবো আপন প্রতিজ্ঞা প্রতি-
পালনে পরাজিত হইবেন এমত কোন ক্রমেই সম্ভব
হইতে পারে না । অতএব ১৮৩০ সালের ১৫ নবে-
ম্বর দিবসে “আলবিয়ন” নামী সমুদ্রপোতে আরোহণ
করত তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন । তাহার সঙ্গে
তাঁহার পোষাশুভ রাজারাম রায় এবং রামচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায় ও রামচরিত্র মুখোপাধ্যায় নামী অন্য দুইজন
কর্ম্মচারী গমন করিয়াছিলেন ।

তাঁহার সমুদ্রযাত্রার সবিশেষ বিবরণ তাঁহার কোন
এক সঙ্গিকর্ত্তক নিম্নলিখিত মতে লিপিত হইয়াছে ।
পোতের উপরি রামমোহন রায়ের আহাবাসির সত

যে হইয়াছিল, কারণ তিনি তাঁহার কুঠরির মধ্যে
পাকাশি করাইয়া সেই স্থানেই আহাতি করি
তেন। সকলের যে স্থানে পাক হয় তথায় তাঁহার
পাক হইত না। তাঁহার সহিত একজি কৃষ্ণ হুগ্গী ছিল।
মিথিলক বায়ু প্রভাব তাঁহার সমীপস্থানেই অত্যন্ত
দীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি দিবা নিশি পাঠাদি
ও মহৎ বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় তাঁহার কোন
দীড়াদি হয় নাই। তাঁহার দীড়িত মন্ত্রিদিগকে
অনেকে পরিত্যাগ করণের উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু
তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মাহাত্ম্যে তিনি তাহা করিতে
সম্মত হন নাই।

দীর্ঘভাগের অধিকাংশ তিনি সংস্কৃত এবং তিব্বত-
ভাষা পাঠেই অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহই প্রাতে
এবং সন্ধ্যাকালে তিনি পোস্তোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া
জমীয় স্বাস্থ্যকর সমীরণ সেবন এবং অগ্ন্যপিত্তের
সুসহ্য কীৰ্ত্তকলাপ অবলোকন করিতেন। কখন
কখন ধর্ম ও অন্যান্য মহৎ বিষয় জইয়া তর্ক বিতর্ক
করণে প্ররত হইতেন। আহাতিতে ভোজনাবশেষ
সকল স্থানান্তরিত হইলে তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত
কথোপকথনে সময় খেচ করিতেন। তাঁহার সচ্চ-
রিত্রে পোস্তক বাবিতীয় লোক এমনত বাধা হইয়াছিল
যে সকলেই তাঁহাকে প্রেহ ও তক্তি করিবার সুযোগ
অপেক্ষা করিয়া থাকিত, এমন কি নাবিকেরা পর্যন্ত
কি প্রকারে তাঁহার উপকার করিবে এই চিন্তায় ব্যাকুল
থাকিত।

সমুদ্র-বায়ু ক্রিষ্ট এবং ইহা দ্বারা তিনি অসু-

রামমোহন রায়।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মিত হইয়া মঙ্গল মনে উদ্ভেল
 তরঙ্গ বিশিষ্ট কলোনিয়ালভের আশ্রয় ভীষণমূর্তি
 অতলোক করত সঙ্কলিতমান জগৎপিতাব অণার
 করণারসে আত্ম হইতেন। আহা! পার্শ্বকলোকদিগের
 মনোভাণ্ডার কি আশ্চর্য্য সম্ভাব্য-রত্নে অপূরিত থাকে
 যে সময়ে সাধারণ জনগণ প্রতিনিম্বাসে বিপদ আ-
 শঙ্কা করত সভয়াস্তঃকরণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
 করিতে থাকে, তখন তাঁহারা সেই ভয়ের কারণকে
 অগণিতার মতঃ সৃষ্টি এক নিদর্শন জানে তাঁহার
 অসীম শক্তির আনোচনায় বিমলানন্দ মন্তোঃ করেন।

এইরূপে ৫ মাস ২৩ দিবস পূর্ণাঙ্গো বিগত করিয়া
 ১৮৩৩ সালের ৮ আগ্রেল দিবসে রাজা রামমোহন
 রায় ইংলণ্ডের লিবারপুল নগরে উদ্ভীর্ণ হইলেন।
 অত্রদেশে দেশান্তরের কোন অপরিসীম বাক্তি আগত
 হইলে মহা ভাষার থাকিবার স্থানের নিমিত্ত যত্নপ
 অনুবিধা হয়, ইংলণ্ডে তদ্রূপ নহে। কারণ, তত্ক্ষ
 রূহৎ নগর এবং গ্রাম গ্রামাদিতেও পথিকগণের উপ-
 কারার্থে পাহাশালাদি নির্মিত আছে। রামমোহন রায়
 লিবারপুলস্থ এক পাহাশালায় আপাততঃ অবস্থিতি
 করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার বয়ঃ এবং অসা-
 ধারণ বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি অগ্রেই প্রচার হইয়াছিল,
 সুতরাং এইকণে তত্রস্থ সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
 করিতে আশির বাণ হইলেন।

সর্বপ্রথমে বিখ্যাত উইলিয়ম রসকে তাঁহার
 তিন পুত্রকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রেরণ
 করা গেল। পুত্ররাপি রামমোহন রায়ের সহিত উই-

রামমোহন রায়।

লিয়ম রায় কোর পরিচয় ছিল, কিন্তু তিনি চারি বৎসর যাবৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত থাকা হেতু কুজাপি গমনাগমন করিতে পারিতেন না, কেবল কোমল শয্যাচ্ছাদিত কাঠাসনে দিবারাজ করান থাকিতেন। সুতরাং তিনি অসংখ্য আশ্রয় প্রদান করেন হিন্দু মিজের সহিত চাকুধ কবলে অক্ষম হইলেন। এই বিষয় যোগে তিনি অবস্ফুর্ত প্রণীড়িত ছিলেন যে তিনি ও বৎসরের মধ্যে অগতালের জন্যও শয্যা পরিত্যাগ করেন নাই। বৎসরালীন রামমোহন রায় ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন তখন উইলিয়ম সাহেব মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন, সুতরাং তদ্বিকিৎসক কাহারো সহিত যাকাতাদি করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার বহুকাল যাবৎ প্রদায় থাকাতে চিকিৎসকের উপদেশ অবহেলা করিয়াও তিনি তাঁহার সহিত সাফাং করিতে অভিল্যাব করিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের সাফাংসময়ে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য হইতে হয়। উইলিয়ম নিশ্চয় জ্ঞাত ছিলেন যে আনতিবিলম্বেই তাঁহাকে করাল কাজকালে পতিত হইয়া সংসারের সকল সুখে অলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। তাঁহার আন্তরিক অভিল্যাব ছিল যে রাজা রামমোহন রায়ের সহকারিত্বে দৈন্যোন্নতির পক্ষে যথোচিত বড় করিবেন, এবং ইংলণ্ডের ব্যবসায় সমাজে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবেন। কিন্তু কি করেন, নির্দয় মৃত্যু, অসম্মানিত বাহার হৃদয় নিরবে অধীন, ভীষণকারী পিণ্ডার ব্যাভীচ ন্যায়

তাহাকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছে, সুযোগ পাইবা
 মাঝ তাঁহার কণ্ঠধারণ করিলে । রামমোহন রায়ও
 ভৎসনরাস্পদের নিমিত্ত অতীব দুঃখিত হইলেন ।
 তদনন্তর তাহার লণ্ডননগরে অবস্থিতি সময়ে সখ্য
 পাইলেন যে উইনিয়ম রস কোপকরু প্রাপ্ত হইয়া
 ছেন । রামমোহন বৎকালীন দোতলার উপরে উই-
 নিয়ম সাহেবের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলেন
 তৎকালীন লিবারপুল-নগরের ব্যবতীয় ভ্রাতৃদ্ব
 তাহাকে দেখিবার জন্য কৌতুহলাজ্ঞ হইয়া তল-
 মভাগে অবস্থিতি করিতোছিলেন । সকলেই ভৎ-
 সজিগণের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন "এই রা-
 জাট কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে অত্র দেশে আগমন
 করিয়াছেন ? ধর্ম এবং রাজনীতি বিষয়ে ইহঁদের কি
 প্রকার মত ? ইহঁদের রীতি চরিত্র এবং ব্যবহার
 প্রণালী কি প্রকার ? তাহার। এই প্রকার জিজ্ঞাসা
 করিতে করিতে রামমোহন রায় বাম্পাকুল মননে
 এবং নলিনবদনে উপর হইতে আগমন করিলেন ।
 পরে কিঞ্চিৎকালের পর তিনি মুগ্ধ হইলে তৎক্ষণিক
 বেকিত ব্যবতীয় ভ্রাতৃজনগণের সহিত নানা বিষয়ে
 তিনি কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কাহারও
 সহিত ব্রাহ্মধর্মের প্রাধান্য বিষয়ে, এবং কাহারো
 সহিত রাজনীতি ধর্মনীতি ইত্যাদি প্রধানত্ব বিষয়
 লইয়া তিনি কথোপকথন করিতে লাগিলেন ।
 তৎপরে তিনি একেশ্বরবাদিগণের সহিত তাঁহা-
 দিগের ভ্রাতৃনাজিয়ে উপস্থিত হইলেন । ধর্ম বিষয়ে
 তাহাদিগের সহজতা প্রদর্শন করত তাহার। রামমোহন

আর নীনা থাকিল না । সমাজ-তত্ত্ব হইলে তিনি সকলের সহিত আলাপাদি করিলেন এবং অনেক অনেক উত্তম বিবয়ের চর্চা করিয়া তথ্য হইতে প্রভাণত হইলেন । এই উপাসনা-সন্ধিরে বিখ্যাত কুন্তলবিৎ পণ্ডিত ডাক্তর স্পরজিমের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল । ক্রমে ক্রমে তাঁহানিগের মনো-এবং তত্ত্ব-প্রণয়ের সঞ্চার হইল যে তাঁহারা সর্বদাই একজ থাকিতেন । রামনোহর রায় যদিও উক্ত ডাক্তরকে অতীব মান্য করিতেন তথাচ তিনি যে বিদ্যা-প্রভাবে খ্যাত ছিলেন তাহার অলীকছু সপ্রমাণ করিতে ত্রুটি করেন নাই । তিনি ডাক্তর সাহেবকে বলিয়াছিলেন “জ্ঞাত্ত্ব বিদ্যা যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, মহাশয় সেই বিষয়টি কোনকালের জন্য বিচার করিলেই স্পষ্ট জানিতে পারিবেন যে উক্ত বিদ্যা কোন কালেই যথার্থ নহে” বাহাইউক, তিনি কোন ক্রমেই উক্ত বিদ্যার অবযার্থতা ডাক্তর সাহেবের প্রতীত করিতে পারেন নাই । ডাক্তর সাহেব তাঁহার মন্তকের অনুরূপ চিত্র লইতে তদ্বিকটে অভিলাষ প্রকাশ করিতে, তিনি তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু কি কারণে যে তাহা প্রদত্ত হয় নাই তাহা আমরা জ্ঞাত নই । লিবারপুল নগরের অন্য কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সময়ে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহা তাঁহার কোন বন্ধুকর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । সেই সকল কথা নিম্নভাগে প্রকাশিত হইল । রামনোহর রায়ের লিবারপুলে অবস্থিতি সময়ে জটিল উদ্ভবের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ-

মন করিলেন। ইনি অতিপূর্বে ভারতবর্ষে রাজ-
কর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন, সুতরাং দুই একটি হিন্দী কথাও
বলিতে পারিতেন। রামমোহন রায়ের সমক্ষে উপ-
স্থিত হওয়া মাত্রেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “তোম
বাকালি” “হান বাকালি” “তোম বাকালি কেয়ড়া
হেয় চাহেব”। পরে রাজার পোষাপুত্র যুবরাজের প্রতি
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “আ ছোঁকরা, কেতনা বরাশ,
কেয়ড়া মুসগ, আচ্ছা হায়” এই প্রাণালীর বহুবিধ
কুপ্রাচ্য কদর্যাত্মায় কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হই-
লেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক
তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, যে ব্যক্তির সহিত তিনি
হিন্দীভাষায় কথোপকথন ও আলাপ করিতেছেন
তিনি ইংরেজীভাষা উত্তম বলিতে পারেন, এমন
কি তাঁহা অপেক্ষাও শুদ্ধ বলিয়া থাকেন। আর
ভারতবর্ষে জটনক প্রধান বাদসাই তাঁহাকে কোন
বিশেষ কর্ম নিরূপণের ভারাপণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ
করিয়াছেন। ইহা অবগে সাহেব লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণে
ইংরেজী ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায় লিবারপুলে অধিক কাল অবস্থিতি
করেন নাই। তথা হইতে লন্ডননগরে গমনকালীন
ধন, সম্ভাভা এবং গুণপ্রত্যয়ে কি মহৎ ফলোৎ-
পত্তি হইতে পারে তাহার নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ
করিয়া নরনের চরিতার্থতা সাধন করিয়াছিলেন।
ননোহর, পুন্সোদ্যান-যুক্তিত অর্থসা, অটলিকা,
কত কত অগাধ ধনধান, পথ, সুদীর্ঘনাগী প্রাণালী
কত কত লোহকল এবং কত কত কলসী

রাজপথ তাঁহার কৌতুহলাক্রান্ত নয়নকে এক কালীন
পরিভ্রম করিয়াছিল । তিনি এতাবৎ কীৰ্ত্তি বলাপ
দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই সকল সুমহৎ
চিত্তরঞ্জক কীৰ্ত্তি, ইংরেজদিগের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি
এবং স্বাভাবিক অধ্যবসায় বলেই হইয়াছে, এই
সকল মানসিক গুণবলেই ইংরেজ জাতির ধরানশুলে
সৰ্ব্বাঙ্গগণ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, ও
অবনীতলে বিদ্যাবুদ্ধির অয়পতাকা উড্ডীন করিয়া-
ছেন, এবং একমাত্র এই সকল গুণাভাবেই আমাদের
বঙ্গভূমি দুঃখে এবং দরিদ্রতার আবাস হইয়াছে ।

মানচেসটাৰ নগরে বঙ্গ বয়নের বৃহৎ কলের কুটি
দর্শন করণার্থ তিনি কিয়ৎকাল তথায় বাস করিয়াছি-
লেন । অত্র স্থলে ইংরেজদিগের শিল্প টেনপুনা দর্শনে
তাঁহার চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইল । সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকা
অথো অসম্ভা শিল্পযন্ত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে এবং
বোধ হইল যেন তাহারা সকলেই সজীব পদাধ, সক-
লেরই গমন-শক্তি আছে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বহি-
তেছে । পরে কর্মশালায় উপস্থিত হইয়া অবলো-
কন করিলেন যে শত শত লোক অবিজ্ঞান আপন-
দিগের নিয়মিত কর্ম করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে ।
তথায় তিনি উপস্থিত হওয়া মাত্রেই কি বালক, কি
বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই একবারে হিন্দু রাজা
দর্শনাভিজায়ে স্ব স্ব কর্ম পরিত্যাগ করত তাঁদিকে
ধাবমান হইল । তিনি রীত্যাচরণে সকলকেই যথা
বিধানের সমুদায় করিলেন এবং অনেক বিবয়েও অনু-
সন্ধান করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন ।

তদনন্তর উক্ত নগর পরিত্যাগ করত রাজা রক্ত-
নীযোগে লগুন মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া, নগ-
রের প্রান্তভাগে অতি কমদা এক পাড়াখানায় অব-
স্থিতি করিলেন । এ যামিনী এই স্থানেই অতিবা-
হিত করিতে মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরক্তজনক
ভৃগু ভাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হওয়ায়
রাতেই ভাঁহাকে উক্ত ঘর পরিত্যাগ করিতে হইল ।
তৎকালে একখানি গাভি ভাড়া করিয়া জাড়ে লকি
হোটেল নামক প্রসিদ্ধ স্থানে রাজি ১০ ঘটিকার
নয়ন উপস্থিত হইলেন । সেখানে রামমোহন রায়ের
আগমনবার্তা প্রবল করিয়া জেরিমি বেঙ্কাম নামা
মুদ্রাসিদ্ধ একেশ্বরবাদী ধর্ম্মধাতক তৎসঙ্গে সাক্ষাৎ
করণাভিলাষে আগমন করিলেন । ধর্ম্ম বিষয়ে এই
মহাত্মা অদ্বিতীয় ছিলেন, ইংলণ্ডে সর্ব সম্প্রদায়ের
মধ্যে একেশ্বর মত তিনিই প্রথমে প্রচার করেন ।
তিনি ব্রহ্মবিশ্বাস সংসারের সমুদয় সুখ অলাবিশ্বাস
অনিত্য জ্ঞানে সর্বদা কেবল পরমার্থ চিন্তাতেই
নিবৃত্ত ছিলেন । কি হেতুতে সর্ব সাধারণ জনগণের
দুঃখ হ্রাস হইয়া সুখ বৃদ্ধি হইবে এই চিন্তাতেই তিনি
সতত বিকল থাকিতেন । কথিত আছে যে বুদ্ধিগো-
চরে তিনি যত দিবস জীবিত ছিলেন তাহার প্রত্যেক
দিবসেই তিনি লোকের হিতজন্য একটি না একটি
কর্ম্ম করিয়াছেন । এক মুহূর্ত্ত কালও তিনি অম্বা কোন
কর্ম্ম বাস্তব করেন নাই ।

আহা! এরূপ মহাত্মা বঙ্গালীন দ্বাদশ ঘটিকা
রাত্রিকালে হোটেল রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আগমন করিলেন, তখন আর রাজা রামমোহনের নোতাগোর শীমা কি ? এই স্মৃতিশক্তি স্মরণ হইলেই অনুভব হয় যে ইংলণ্ডের মার্ত্তীয় প্রধান-বাক্তি রামমোহন রাজকে কীদুশ সম্ভাষিত এবং সহিষ্ণু বিনেচনা করিতেন । তাঁহারদিগের পরস্পর আলাপে একে অমোঘ প্রতি এমনত অনুরক্ত হইলেন যে তাহা বলিবার নহে । সত্যতঃ তাঁহারা উভয়ে একত্র নবায়ন হইয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে জনমাত্মের উপকার সাধন হইতে পারে সেই বিষয় তালোচনা করিতেন ।

কোম্পানি বাহাদুর বক্তৃতা দিয়া কি প্রকার রাজনীতি দ্বারা শাসন করিয়া থাকেন এবং তদ্বিত্ত লোকদিগের বীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার এই সকল বিষয় তাহাকে জ্ঞাত করাইতেন । বেঙ্গাল মহাশয় রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধর্মজ্ঞানে মোহিত হইয়া এক দিবস উঠেঃথরে বলিয়াছিলেন “রামমোহন রায়! তুমিই পণ্ডা এবং তুমিই সাধু! দেখ তুমি ৩৬ ছয়শ কোটি কাম্পনিক দেব দেবীর দাসত্ব শৃঙ্খলের বন্ধন চির ভিন্ন করিয়া মুক্তি ও জ্ঞান প্রদানিত ধর্ম মাঝে বিচরণ করিতেছ, মনুষ্যকুলের অবস্থার উন্নতি জন্য তুমি এক অবতারবিশেষ হইয়া ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ।

রামমোহন রায় লগুন মহানগরীতে আগমন করিয়াছেন এই কথা প্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে দেখিতে অভিলষী হইলেন । “বিলেকী কীচী” নামক স্থানে তিনি বাসা স্বেচ্ছা করিতে করিতেই

তাহার বাজীর দ্বার পাড়ি ঘোড়ায় স্থান হইল । ১১
ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা পর্যন্ত বাবতীয়
মহৎ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তিনি নিযুক্ত
ছিলেন । তাহার সঞ্চরিত্ত এবং কথোপকথনের সুপ্র-
ণালীতে সকলকেই তাহার প্রতি আস্থা এবং সম্মান
করিতে হইয়াছিল । - ধর্ম, রাজনীতি, স্বাধীনতা,
এবং নরক পাপারণের সুখ-ব্রজ ইত্যাদি প্রধান
বিষয়ে তাহার সম্বন্ধিতা প্রবণ করিয়া সকলেই বিশ্বাস-
পূর্ণ হইলেন এবং ভূয়ো ভূয়ঃ তাহাকে সাধুবাদ প্রদান
করিতে লাগিলেন ।

ইংলণ্ডের বাবতীয় মহৎ শোভন এবং ধনির ও
মানির অগ্রগণ্য ব্যক্তিবাহের সহিত তাহার আত্মীয়তা
এবং গমনাগমন হইতে লাগিল । তৎসহ প্রধান
বিচারপতি এবং কোম্পানীরাই যে কেবল তাহার সহিত
পরিচয় করিয়াছিলেন এমন নহে, পূর্বের আত্মিক সন্-
নেই তাহাকে যৎপরোনাস্তি সন্মানের সহিত গ্রহণ
করত সম্মান করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে যে সকল
সাহেবেরা প্রধান রাজকর্মো নিযুক্ত থাকেন, তাহার-
দিগের সঙ্গ করা ঘরে থাকুক, জুড়াবৎ সেলাম করিতে
গেলেও তাহার বিযুক্ত হইয়া উঠেন । এমন কি,
পুত্রের বহির্দেশে পাড়া দাপিত করত অজ্ঞান বন্ধন
করিয়া তৎসহ সম্মুখে উপস্থিত না হইলেই হইতে
পারেন না । কিন্তু সে সকল সাহেবও এইকালে কি
উপায়ে রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এই
বিচার ব্যাকুল হইতে লাগিলেন । বহুবিধ প্রধান
কাজ ভারতবর্ষের অবস্থা, নীতি, নীতি অবগত হই-

বার জন্ম তাঁহার সহিত যাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন । লর্ড ব্রোইম, মার ডবলু হারটন, মার হেনরি ক্লেটী, মার চার্লস করদম্ ইত্যাদি মহানামা ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার আশয় হইয়াছিল ।

উল্লিখিত দেশোচ্ছুক ব্যক্তিগণ ভিন্ন ইংলণ্ডেওও তাঁহাকে যথোযোগ্য সম্মান করিয়াছিলেন । মার ফে, সি, হর্ হোউস, যিনি কোর্ড অব কণ্ট্রোল নামা মহা সভার ডটেনক সভাপতি ছিলেন, তিনি রাজা রামমোহন রায়কে সম্মতিবাহারে লইয়া রাজসভানে উপস্থিত হইলে, রাজপ্রতিনিধিদিগের জন্য যে সকল আসন নির্দিষ্ট আছে, ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে উক্ত আসনে আসীন হইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন । “লগুন ত্রিক” নামক সুপ্রসিদ্ধ লেখকবন্ধনের পর, তৎপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে এক বৃহৎ ভোজ হয়, ইংলণ্ডের সেই ভোজসমাজে রাজা রামমোহন রায়ের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল । “কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ * ” যদ্যপিও তাঁহার পদবী স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিতে কোন ক্রমেই ক্রটি করেন নাই ।

৬ই জুলাই দিবসে লগুন মহানগরীতে “কোর্ট অব ডিরেক্টরের সভারা মহা সমারোহ পূর্বক আর

* কোম্পানির রাজ্য সময়ে হাঁহারা মহারানী হইতে ভারত-বর্ষ ইজারা বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, তাঁহারা এক সভা স্থাপন করত একত্রে রাজ্য শাসন করিতেন । সেই সভার নাম কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ।

একটি প্রধান ভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতেও রাজা রামমোহনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল ।

ইংলণ্ডে আগমনের তাঁহার যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহা তিনি এইরূপে সম্পন্ন করিতে প্ররত্ব হইলেন । ধর্ম, রাজনীতি-চর্চা, সামাজিক এবং সাহিত্য শাস্ত্র চর্চা বিষয়ে যে কোন সভা হউক না কেন, তাহাতেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন । কখন বা তাঁহাকে প্রধান ব্যক্তির টেবিলখানায়, কখন বা নম্রমতি বিদ্বানের নিমন্ত্রণ গৃহে দৃষ্ট হইত । এতদ্ভিন্ন সচরাচরই তিনি পালিয়ামেণ্টে মহাসভায় উপস্থিত থাকিয়া তদ্রূপ সভাপনের সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্তৃতা শ্রবণে কবিকুহর পরিতুষ্ট করিতেন । ইংরেজদিগের নানা সম্প্রদায়ের ভজনালয়ে উপস্থিত থাকিয়া ধর্মযাজকগণের প্রীতিপূর্ণ ধর্ম বিষয়ক সম্বন্ধুতা শ্রবণেও তিনি ক্রটি করেন নাই ।

সাহিত্যবৃত্তি এবং সভাপ্তারূপ অলঙ্কারে বিভূষিতা তত্ত্বতা যাবতীয় মহিলাদিগের সমাজে তিনি যার পর নাই সুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তাঁহার চরিত্র এমনতমত ও মুশীল ছিল যে তৎপরিচিত যোষণা মধ্যে সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন । যে ভারতভূমিতে কুলকাগিনীগণকে অন্তঃপুরে কারারুদ্ধের ন্যায় আবদ্ধ রাখিবার রীতি আছে এবং যে দেশে নম্রমতি প্রিয়দা ভাগিনীদিগকে অজ্ঞানাকারে নিপতিত রাখিতে তদেশবাসীরা বড় প্রকাশ করেন, রামমোহন রায় সেই দেশে জগৎগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে ইংলণ্ডের কুলকাগিনীগণের প্রেত-

তা ও অন্যান্য মহৎ গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ হইয়াছিলেন এমনত নহে, বরং সততই তাঁহাদিগের গুণ, দর্শন ও মহত্বের প্রশংসাবাদ করিতেন। তিনি শরৎ বলিয়াছিলেন “সামান্য জনের সবিস্তর হৃত্যঙ্গ প্রকটন করিয়া আমি কোন মানসিক পজিকায় প্রকাশ করিব, তথাপি যেহ নিময় লোক সমূহের জ্ঞানিবার ও আমার লিপি করণের উপযুক্ত বোধ হয় তাহা লিখিতে হইবে; বিশেষতঃ ইংলণ্ডবাসীগণের অসাপারগ গীশক্তি সমৃদ্ধতা, বীতি নীতি এবং ইউরোপীয় মহিলাগণের অনির্কটনীয় গুণের বাখ্যা ও মহীয়সী ধর্মের প্রশংসাও অবিকল লিখিতে ছুটি করিব না”।

রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ডার্মিনীদিগের সমাজ চুকেই যে কেবল পুনর্জিত হইয়াছিলেন এমনত নহে, ধর্ম প্রগাঢ়প্রীতি ও সুনিষ্ঠা-বিশিষ্ট সুসভ্য ধর্মবাজকদিগের সমাজেও যার পর নাই মন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। ধর্মবাজকেরা ভারতবর্ষে যে অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং অনেক শারীরিক সুখে ইচ্ছাপূর্বক অলাঞ্জলি দিয়া তদদেশস্থ অজ্ঞান তিমিরাক্ষম মানবমণ্ডলীর শারীরিক ও মানসিক উপকার করিতে অতীব যত্ন প্রকাশ করেন এবং যে উপায় দ্বারা ই ভারতভূমির জনগণের উত্তমাবস্থা হইতে পারে, সেই উপায় অতীব ব্যগ্র চেষ্টে অবলম্বন করেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের উপকারক বলিয়াই হউক, ও মহৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানেই হউক, তিনি তাঁহাদিগকে অতি প্রজ্ঞা ভক্তি ও আন্তরিক প্রেমের সহিত প্রীতি করিতেন।

তিনি বলিয়াছিলেন “আমি বন্যগি সম্পরিবারেই ইং-
লণ্ডে বাস করি, তবে আমার পরিবারস্থ সকলকে
অন্যান্য সকল সমাজ পরিভ্যাগে কেবল পারমার্থিক
ধর্ম্মবাক্যদিগের সমাজেই পরিচিৎ করিয়া দিব, এবং
তঁাহাদিগের উপরেই আমি আন্তরিক প্রেম স্থাপন
করিব। ইহারা আমার প্রতি এতদ্রুপ দয়া ও অনু-
গ্রহ প্রকাশ করেন যে, সন্ময়েই আমার বোধ হয় আমি
যেন স্বদেশস্থ বন্ধুবান্ধবদিগের দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি।

এই সময়েই কোম্পানি বাজার ভারতবর্ষে ইজা-
রার সময় বৃদ্ধি করিবার প্রাথমিক পার্লিয়ামেন্ট মহা
সভায় আবেদনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে
পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায়, তাঁহার ভারতবর্ষে মুদ্রণা-
লীতে শাসন করিতে চাচ্ছেন কিনা তাহার প্রশ্নে দর্শা-
ইবার অনুজ্ঞা করাতে, যাবতীয় ইংরেজ ভারতবর্ষে
বাস করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লর্ড, মেজেন্টর, কালেক-
টর, কমিসনর, সুকসম্পর্কীয় সকল কর্মচারী, নীলকর,
বহিক ইত্যাদি সকলেই পার্লিয়ামেন্টে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য
প্রদান করিলেন। পরে হাউস অব কমন্সে, রাজা
রামমোহন রায়কে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সাক্ষ্য
প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

ভারতবর্ষের সমুদায় অবস্থা তিনি উত্তম রূপে
অবগত এবং সকল বিষয়ে তাঁহার বহুদর্শিত্ব থাকায়
একিধারে তাঁহার সাক্ষ্য পার্লিয়ামেন্ট সমাজে অতীব
আদরণীয় এবং গ্রাহ্য হইল। তিনি যে সকল অভি-
প্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা তদবধি এক পুস্তকা-
কারে পরিণত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেন্ট হইতে তাঁহার প্রতি যে সকল প্রশ্ন হইয়াছিল তাহাতে তারতর্ঘ্যের শাসন-প্রণালীতে যে যে অসুভকর নিয়ম আছে তাহাই যে তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন এমন নহে, কি কি উপায়ে তাহা সংশোধিত হইতে পারে তাহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাতে কোম্পানি বাহাদুরের কোন দোষ সান্যস্ত হয় নাই, কিন্তু স্বদেশের লোক সমূহের প্রতি তাঁহার যে অত্যন্ত প্রীতি আছে এবং তাহাদিগের উন্নতি পক্ষে তাঁহার যে বিশেষ যত্ন আছে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তারতর্ঘ্য প্রকার্য্যাদে যে অতীব দীনবস্তার পতিত হইয়াছে এবং তাহার। যে ভয়ানক বাতনা যন্ত্রে পৌঁছিত হইতেছে, তাহা তিনি বিশেষরূপে প্রতীক্ষণ করিয়াছিলেন।

রাজনীতি বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের মত অতীব উত্তম ছিল। সামাজিক অবস্থা বিষয়ে সকল লোকেই নম্রতুল্য হউক এটি তাঁহার অভিমত ছিল বটে, কিন্তু লোকসমাজে পলায় জনে বেকুপ গদবী বর্তমান আছে তাহা এককালীন রহিত হউক তাঁহার একুপ মানস ছিল না। যৌবনাবস্থায় তিনি ইংরেজদিগের শাসনে অতি বিদ্বেষ করিতেন, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহাদিগের বিষয় তিনি যতই জানিতে আরম্ভ করিলেন এবং চুরাক্সা যবনদিগের শাসন-প্রণালীর সহিত তাঁহাদিগের শাসন-প্রণালী যতই তুলনা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ কম হইতে লাগিল; পরিশেষে সকল ঘেষ দূর হইয়া সৰ্ব্বপ্রকারেই তিনি তাঁহাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী

হইয়া উঠিলেন । তিনি বলিতেন যে পশ্চিম দয়াদান জগদীশ্বরের রূপাবলৈই ভারতবর্ষ যবনদিগের হস্ত-
হইতে পরিত্যাগ পাইয়া ইংরেজদিগের অধীন হই-
য়াছে । ইংরেজদিগের শাসনপ্রণালীতে অনেক নোঙ্গ
ছিল, এটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম সত্ত্বেও তিনি সেই সময়ের
রাজনীতি নিবন্ধন যে সহস্র সুখোৎপত্তি হইত তৎক-
লাই তাঁহারদিগের যৎপরোনাস্তি ধন্যবাদ করিতেন,
এবং সকল অন্তঃকরণের সহিত তাঁহাদিগের প্রশংসা
করিতেন । তিনি আরো জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা
করিতেন যে ইংরেজেরাই ভারতবর্ষের আধিপত্য-
পদে অধিকৃত থাকেন । যে হেতুক তাঁহাদিগের প্রশা-
সাও ভারতবর্ষের নোকেরা মুখ সৌভাগ্যের অধিকারী
হইতেছে ।

রামমোহন রায় অত্যন্ত সংসাহস বিশিষ্ট ছিলেন ।
বর্ষ এবং অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্য মাজেই স্বাধীনতা
মন্ত্ৰাধ করিতে পারে, এটি তাঁহার নিত্যস্থ বাঞ্ছনীয়
ছিল । সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে স্বাধীনতা যে সর্ব-
লোকপ্রিয় হইয়াছে তাহা তিনি সন্দুকে চিত্তে নিরী-
ক্ষণ করিতেন এবং যেমতে তাঁহার জন্ম-ভূমিতেও
এরূপ হইতে পারে তাহার যথোপযুক্ত যত্ন করিতেন ।
যৎকালে স্পেনদেশে বর্তমান রাজ্য-শাসন-প্রণালী
সংস্থাপিত হয় তৎকালীন এই স্তম্ভহীনা উৎসর্গকে,
তাঁহাদিগের সন্দুটি প্রকাশার্থে তাঁহাদিগের অনেক
ইউরোপীয় বন্ধুগণকে তিনি এবং সুবিখ্যাত স্বারিকা-
নাথ ঠাকুর একটি বড় খানা দিয়াছিলেন । ক্রীল গ্রীষ্মক
আডেম সাহেবের শাসন সময়ে উক্ত গবর্ণর সাহেব

“কলিকাতা জেনরল” নামক সম্মাদপত্রিকা রহিত করিয়া তৎসম্পাদককে দেশবহিষ্কৃত করণে, রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের যন্ত্রাণ্যের স্বাধীনতা প্রার্থনায় স্বয়ং বিলাতে আপীল করিয়াছিলেন।

তঁাহার ইংলণ্ডে অবস্থিতি সময়ে পার্জিরায়েটে মহাসভান উভয় “টোরি” এবং “হুইগ” সম্প্রদায়ের সভাপনের সহিতই তঁাহার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। ইহাদিগের প্রণয়ভাজন হইয়া যে তিনি কেবল আপনার সম্মানবর্জন করিয়াছিলেন এমন নহে, তাহাদিগের দেশেরও অত্যন্ত উৎসাহ সাধন করিয়াছিলেন। এমন কথিত আছে যে নির্দিষ্ট মহাসভাতে তার ভারতবর্ষের শুভকর কোন নিয়ম সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তঁাহার এক পরামুরোধে “হুইগ” কিম্বা টোরিদিগের নিরাপত্তিতে উক্ত নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল।

১৮৩২ সালের শরৎকালে রাজা রামমোহন রায় ফ্রান্সদেশ দর্শনার্থ গমন করেন। তত্রস্থ অধিরাজ লুইস্ ফিলিপ তঁাহাকে অত্যন্ত সমাদর ও প্রজ্ঞা কবত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং দুই দিবস তঁাহাকে স্বীয় ভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে পানাহার করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের যাবতীয় রাজনীতি-বিশারদ ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞেরা তঁাহার প্রতি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ সালের প্রথমে তিনি ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে পুনরাগমন করিয়া ডেভিড হেয়ার সাহেবের জাতৃদয় “জন এবং জোজেফ হেয়ার সাহেবের” বাগীতে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যুগ্মদর্শন হইতে প্রত্যাগমনের সময়েই তিনি রুগ্ন হইয়াছিলেন। পূর্বেই তাঁহার পিত্ত-শ্লেষ্মার গীড়া ছিল, এইক্ষণে ইউরোপের জলবায়ুর প্রভাবে তাহা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ ডান্স আখিন) মাসের আদিতে তিনি শরীরের এই অবস্থাতেই টোপলটন ক্রীড়া-কাননে ক্রিষ্টিয়ান অবস্থিতি করার মানসে ব্রিস্টল নগরে গমন করিলেন। তাঁহার অতিলাভ ছিল যে তত্রস্থ ছুর্ত্ত গদ্যাক্ষয়িণীকে দীর্ঘ যত্নে তিনি ডিব-নশায়ার নগরে বাস করেন।

ব্রিস্টল নগরে আসিবার নয় দিবস পরেই তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। ডাক্তর পিলকাউ এবং কেরিক সাহেবদ্বয় অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্যমে তাঁহার গীড়ার বিশেষ উপকার দর্শিল না। পরে জ্বর ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইল। তন্ময়ক জ্বর-জ্বালায় তিনি প্রায় সততই জ্ঞান-শূন্য হইয়া থাকিতেন। পরে ২৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্ন ২ ঘটিকা ১৫ মিনিটের পর, ৬০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি সামবলীলা সংবরণ করত, মাতা বঙ্গভূমিকে এককালে চিরদুঃখে স্থগিত করিলেন। বাঁহাকে এসব করিয়া ভারতভূমি ধন্যা ও ধরামগুলবিখ্যাত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা মৃত্যুর করালকবলে কবলিত হইয়া মানবজন্মের অনিত্যতার এক দিব্য নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন।

আহা! মৃত্যুর কি প্রবল শালন! কি জগজ্জন-হিত-কারী পরমধার্মিক, কি লোকপীড়ক ঘোরপাপী, কি

জ্ঞানবৃত্ত-বিভূষিত সাধুজ্ঞান, কি অজ্ঞান-তিমিরাজ্বর
নিরাকর, কি মনোহর রূপলাবণ্য-বিশিষ্ট যুবক, কি
জ্ঞানচন্দ্র-বিশিষ্টে স্নানীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, সকলেই মৃত্যুব
জুর্জ্বল নিয়মের অধীন । যিনি দিন যামিনী কেবল
মদমোর তিত্তচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন এবং
যিনি মারাত্মক দর্পণাক্রম মনুষ্য কবত মানবজাতির
একমাত্র মুক্তির কারণ পরমপরিজ্ঞ বাক্যপর্মের উচ্চার
করিয়া, মনুষ্য নামেরই ব্যবহার নাই উপকার সাধন
করিয়াছেন, তিনিও মৃত্যুর প্রাণে গচ্ছিত হইলেন ।
ইহা যদার্থ বটে, যে তিনি অকালে এই দুষ্কর্মি
পৃথিবী পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু মানব-মনের
একমাত্র স্বভাব যে যদূরা বহুপরিমাণে উপকার প্রাপ
হয় তাহাকে এককালীন চিরক্ষীরী হইতেই আভিলাষ
করে । সুতরাং রামমোহন রায়, যাহাই হউতে বস্তুভূমি
অসম্মা মহৎ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং শত্রু
বৎসর কীর্তন করিলেও যাহার গুণ শেষ হইবার নয়,
তাহাকে মৃত্যুর শাসনের বহির্ভূত করিতে এতদেশীয়
ব্যক্তিজ্ঞেই যে প্রয়াসী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য
কি? সেই দেশহিতৈষী মহানুভব দীর্ঘজীবী হইলে
যে দেশের কত মঙ্গল সাধন করিতেন তাহা গণনা
করিয়া কে শেষ করিতে পারে :

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই তিনি নিশ্চিত বুঝিতে
পারিয়াছিলেন যে অচিরেই তাহাকে অগতঃ দেহ
পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিতে হইবে ।
তিনি পীড়িতাবস্থায় থাকা কালীন আর কাহারো

মহিত বিশেষ কলোপকণন করেন নাই, সকল সময়েই কেবল প্রগাঢ় প্রীতি সহকারে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে চুই চুইতেন । তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন পরমেশ্বর চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন তাঁহার অত্যাঙ্কুল প্রসন্ন বদনমণ্ডল দর্শনেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছিল ।

তিনি যৎকালে নিলাত যাত্রা করেন তাহার পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিয়াছিলেন যে “আমার মৃত্যু হইলে হিন্দু, মুসলমান, এবং খ্রিস্টান, এ তিন সম্প্রদায়েই আনাকে স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয় যাইবে, কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত নহি।” তিনি যাত্রা বলিয়াছিলেন এইকণে তাহাই ঘটয়া উঠিল । তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহা লইয়া বিরোধ হইতে লাগিল । প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহাকে তত্তৎ ধর্মাবলম্বী প্রমাণ করিবার জন্য কারণ দর্শাইতে লাগিল । তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন এই বলিয়া হিন্দুরা বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন । এবং খ্রিস্টানধর্মাবলম্বীরা তিনি খ্রিস্টান ছিলেন বলিয়া নিদর্শন প্রয়োগ করিতে ক্রটি করিলেন না । কি আশ্চর্য্য, খ্রিস্টানদিগের মধ্যেও আবার বিবাদ উপস্থিত হইল । ইংলণ্ডে একেশ্বরবাদী খ্রিস্টান যাহারা আছেন তাঁহারা যুক্তকণ্ঠে প্রচার করিলেন যে রামমোহন রায় তাঁহাদিগের সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন এবং অন্যপ্রকার খ্রিস্টানেরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন যে তিনি তাহাদিগের মতাবলম্বীই ছিলেন । বেদান্তিকেরা বলিতে লাগিলেন যে, যে যাহাই বলুক না কেন রামমোহন রায় বেদান্তকে ঈশ্বর-

বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহার সন্দেহমাত্র নাই এবং মুসলমানেরা জুটটিতে রাজ্য করিলেন যে কোরানেই রামমোহন রায়ের সম্যক্ বিশ্বাস ছিল, অন্য কোন ধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস ছিল না। যাবতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই যে রামমোহন রায়কে স্বয়ং মতাবলম্বী বলিত তাহার যথেষ্ট কারণ আছে তাহা সকলেরই স্বীকৃত। তাহার উৎকর্ষ ও অসম্মতি সময়ে তিনি সদা সর্বদা খ্রীষ্টানদিগের উপদেশানুসারে অসীম হঠাৎ কতি প্রজ্ঞা প্রকাশ করত পদযাত্রা করিতে প্রসঙ্গ করিতেন বিশেষ খ্রীষ্টানেরা তাহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বেদান্ত শিক্ষা করিয়া তিনি উক্ত শাস্ত্রকে সত্যস্থ প্রমাণ করিতেন এবং উহা যাক্যতে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার হইতে পারে তাহার বহু করিতেন, এজন্য বেদান্তিকেরা নিষিদ্ধ বিজ্ঞান করিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় বেদান্তিক ছিলেন। কোরানের মধ্যে অনেক উত্তম মত আছে সেই সকল তিনি পাঠ করত কোরানকে অতি উত্তম পুস্তক বলিয়া সচরাচরই তাহা ব্যাখ্যা করিতেন, সুতরাং মুসলমানেরা রামমোহন রায়ের মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকার পক্ষে আর সন্দেহমাত্র করেন নাই। কলতঃ রামমোহন রায় যে মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না তাহার প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মাত্র। তিনি যে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান কি বেদান্তিক ছিলেন না তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান রহিয়াছে। তবে এইক্ষেণে এই লিখান্য যে তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? ইহার প্রত্যুত্তরে মুস্ককটে

বলা বাইতে পারে যে তিনি ব্রাহ্ম অর্থাৎ তৎপ্রতি-
ষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন । নিম্ন লিখিত যে কএ-
কটি কারণ প্রদর্শিত হইল তাহাতে নিশ্চিত প্রতিপন্ন
হইবে যে তিনি কি বৈদান্তিক, কি দ্বীপ্তমান, কি
মুণ্ডলমান, তাহার কিছুই ছিলেন না । তিনি নিঃসং-
সার ব্রাহ্ম ছিলেন ।

প্রথমতঃ — রামমোহন রায়ের বুদ্ধি, বিদ্যা ও
ক্ষমতার বিষয় বিবেচনা করিলে, তিনি যে কতকগুলি
বাস্তবিক পরিপূর্ণ পুণ্যতন পুস্তক পরমেশ্বর-প্রণীত
অভাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন, ইহা সহসা
স্বীকার করা সুকঠিন কর্য্য । বরং সাবশেষ মনোযোগ
পুস্তক তাহার প্রণীত পুস্তকপরম্পরা পাঠ ও পর্যা-
লোচনা করিয়া দেখিলে বিপরীত পক্ষই সঙ্গত বোধ
হয় । তাহার প্রভু অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয় হয় তিনি
বহুদেশের বহুগ্রন্থ অনুজ্ঞান করিয়া আপনাব অসা-
মান্য বুদ্ধিবলে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সৃষ্টি-স্থিতি
প্রণয়-কারণ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিরাকার, পরমেশ্বরই
মানবজাতির উপাস্য পদার্থ, তিনিই তাহাদের ঐহিক
ও পারত্রিক মঙ্গলের অদ্বিতীয় কারণ, এই প্রত্যক্ষ
পরিদৃশ্যমান বিশ্বমাত্রই তাহার প্রণীত একমাত্র পরম-
শাস্ত্র স্বরূপ, এবং এই অতি প্রগাঢ় অভাস্ত্র শাস্ত্ররূপ
সহস্রিধু মঙ্গল করিয়া যে কিছু জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করা
যায়, তাহাই আমাদের কল্যাণধন্যতার অপ্র-
তুল পারহাৱের একমাত্র উপায় । তিনি আপনি ঐ
পরমধর্মরূপ অমূল্য নিধি উপাঞ্জন করিয়া পরিভূ-
ত হইলেন, এবং মানবজাতির ঘোরতর অজ্ঞানভিম্বা

দর্শনে দযার্জ হইয়া তাহাদিগের পারিতোষ সাপনে
 প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু আবহমান কাল যাহাদের
 অসত্যকে সত্য, অচেতনকে সচেতন, ও ভ্রান্তকে
 অজ্ঞাত বলিয়া বিশ্বাস আছে তাহারা যে মহা তাঁহার
 কথায় বিশ্বাস রাখিয়া, অথবা শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ
 যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পবিত্র পাপের
 পাপিক হইবে ইহা কদাচ সম্ভব নহে । যাহারা পর-
 ম্পরাগত ধর্মশাস্ত্রের, ও জন্ম-নিহিত কুসংস্কার
 মাজের নিত্যন্ত অনুগত হইয়া চলে, এবং পূর্বতন
 শাস্ত্রপ্রচারক ও ধর্মপ্রয়োজকদিগকে দেববৎ পরিজ্ঞা-
 কর্তা ও তাহাদের বাণী অজ্ঞাত আপ্রাণক বুলিয়া
 প্রত্যয় বায়, অশাস্ত্রসম্মত যুক্তির বল স্বীকার করা
 তাহাদের পক্ষে সম্ভাবিত নহে । এই সমুদায় বিবে-
 চনা করিয়া তিনি তাহাদিগের স্বকীয় শাস্ত্রের প্রমাণ
 প্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া, স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি যেমন হিন্দুদিগের সহিত
 বিচারের সময়ে বেদ বেদান্তাদির বচন গ্রহণ করিতেন,
 সেইরূপ মুসলমানদিগের সহিত বিচারের সময়ে
 কোরানের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, এবং খ্রিস্টীয়
 সম্প্রদায়ের সহিত বিচারের সময়ে বাইবেল শাস্ত্রকে
 সাক্ষী বলিয়া মান্য করিতেন । যদি তাঁহাকে বৈদান্তিক
 অথবা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করা যায়
 তাহা হইলে কোরান ও বাইবেল মতাবলম্বী বলি-
 যাও অবশ্য অস্বীকার করিতে হয় । শুনা গিয়াছে
 তিনি জীবদ্দশায় বহু বিশেষকে কহিয়াছিলেন আমার
 মৃত্যুর পর হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টীয় তিন সম্প্রদায়েই

আমাকে স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয় যাইবে, কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। তাঁহার এই চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অবিকল সফল হইয়াছে। তাঁহার লোকান্তর গমনান্তে হিন্দুনিগের মধ্যে অনেককে তাঁহাকে বেদান্তগামী ব্রাহ্মজ্ঞানী, মুসলমানেরা কোরান-বিশ্বাসী মুসলমান, এবং খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ী বা বাইবেল-মতাবলম্বী খ্রিস্টান বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল। যদিও তিনি ঐ সমস্ত ধর্মশাস্ত্র দৃষ্টে পরমেশ্বরের অনির্বাচনীয় স্বরূপ, অনুপম উগাবলী ও সঙ্গলকব নিয়মপ্রণালী বিষয়ক বহুতর বচন প্রকাশ করতেন, কিন্তু তিনি না হিন্দু না মুসলমান, না খ্রিস্টান, কোন শাস্ত্রকে পরমেশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন করিতেন না। সুতরাং কোন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সত্য মতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নিতা, নিরাকার, নির্জঙ্ঘ, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রয়, নিখিল নিম্নে স্বয়ং, পরমেশ্বরকেই একমাত্র উপাস্য পদার্থ বলিয়া এবং বিশ্বরূপ বিশাল পুস্তকমাত্রই তাঁহার প্রণীত ধর্মশাস্ত্র বলিয়া, প্রত্যয় করিতেন। যে দেশের যে জাতির যে শাস্ত্রে এই পরম পরিষ্কার মতের প্রতিপোষক বচন দর্শন করিতেন তাহাই সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিতেন। তিনি যেমন বেদ বেদান্তাদি মন্ত্রন করিয়া ব্রহ্মবোধ-প্রতিপাদক পবিত্র বাক্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার খ্রিস্টীয় শাস্ত্রেরও সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মসমাজে উদ্বিষ্ট হইয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য প্রবণ ও মনন করিয়া পরমেশ্বরের

উপাসনা করিতেন, সেইরূপ আবার একেশ্বরবাদী খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দির উপবেশন পূৰ্ণক বাইবেল শাস্ত্রের অঙ্গুষ্ঠত পরমেশ্বরপ্রতিপাদক বচন সমূহ প্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ।—তিনি যে নীলশাস্ত্রের সারগাহী, নিবন্ধিয় মুদ্রিপথাবলম্বী, একেশ্বরবাদী ছিলেন, ব্রাহ্ম-সমাজের টুটীডীড নামক লেখাপত্র তাহার দ্বারা হইয়াছে। তিনি যে উৎকৃষ্টতর প্রতিপ্রাচ্যে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন তাঁহা শাস্ত্রবিশেষে অনুমানী, একতর পক্ষপাতী, মলিনচিত্ত ব্যক্তিদিগের সম্মত হওয়া সম্ভব নহে। তিনি এই লেখাপত্রে এইরূপ নিয়মিত করিয়া গিয়াছেন সমস্ত নৈমিত্তিক সকল জাতীয় সকল প্রকার লোকের এই সমাজে আমন্ত্রিত হইয়া বিশ্ব-অষ্টা, বিশ্ব-পাতা, মিত্রা, নিম্নিকার, পরিভ্রম যত্নপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি এখানে দৈনন্দিক বা অনাদৈনন্দিক কোন জীব ও পদার্থকে ঈশ্বর দোষ করিয়া আরাধনা করিতে সমর্থ হইবেন না, এবং যেকোন পানীয় বাসনাদির দ্বারা বিশ্বের অষ্টা ও পাতার পান-ধারণা বৃদ্ধি হয় এবং দান দয়াদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্ররুতি জন্মে, তদ্বিষয় অন্য কোন প্রকার প্রস্তাবাদি এই সমাজে পঠিত ও উল্লিখিত হইবে না। এতাব্যমাজ এই লেখাপত্রে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার বিধি নাই। তাহাতে ঐকান্তিক যত্নানুসারে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সাধন করিবার

বিধান নাই, খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মতানুসারে রামব-
বিশেষকে পরমেশ্বর বলিয়া আৰ্চনা করিবারও নিয়ম
নাই, এবং মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে একমাত্র
অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ সহকারে মহম্মদের
নাম উল্লেখ করিবারও নির্দেশ নাই। * যে সমস্ত
ধর্মবিষয়ক বিশুদ্ধ তত্ত্ব উল্লিখিত সমুদয় উপাসক
সম্প্রদায়েরই স্বীকার্য ও গ্রাহ্য, তাহাই রামমোহন
রায়ের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার সময়ে যেমন ব্রাহ্ম-
সমাজের আচার্য মহাশয়েরা উপনিষদাদি সংস্কৃত
শাস্ত্রের স্মৃতি ও অর্থাদি করিয়া পরমেশ্বরের আরা-
ধনায় প্ররুত হইতেন, সেইকণ আবার হিন্দুত্বের অন্য
জাতীয়েরাও কখন কখন ব্রাহ্মসমাজে উপাধিত হইয়া
ঈশ্বর ভাবায় কৃতি পাঠ করিয়া, জগদীশ্বরের প্রতি
ভক্তি, প্রহ্লা ও প্রীতি প্রকাশ করিতেন। কোন
প্রচলিত শাস্ত্রকে অজ্ঞান বলিয়া যাহার যথার্থ বিশ্বাস
আছে, উল্লিখিত অভিপ্রায় ও উল্লিখিত অনুষ্ঠান
তাঁহার প্ররুতরূপ অভিযত হওয়া কোন মতে সম্ভব
নহে। অতএব রামমোহন রায় না হিন্দু, না খ্রীষ্টান,
না মুসলমান, তিনি কোন শাস্ত্রকেই সংশয়শূন্য জা-
তিহীন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

তৃতীয়তঃ।—রামমোহন রায় আপনার অভিপ্রায়
গোপন রাখেন নাই। প্রত্যুত এতাদৃশ সুস্পষ্টরূপে
লিখিয়া রাখিয়াছেন, যে কাহারো সংশয় হইবার
বিষয় নহে। এতদেশীয় লোকদিগকে সংস্কৃত কথা
ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান করা কর্তব্য, এই বিষয়
লইয়া যে সময়ে রাজপুরুষেরা আন্দোলন করিতেছি-

লেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের তৎকালবর্তী শাসন-
কর্তাকে এক পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায়
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রে ইংলণ্ডীয়
ভাষায় অনেকবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করা
নিতান্ত কঠিন বলিয়া, বেদান্তাদি কতিপয় শাস্ত্রের
কাঙ্গানিক মতের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।
তিনি সেই পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ন্যায়, মীমাংসা
ও বেদান্ত নামাশ্রয়কার অনেকগিষ্ঠ ভাবে পরিপূর্ণ;
অতএব তৎসমুদায়ের অধ্যয়নে তাহাশ উপকার বর্ণি-
বার সম্ভাবনা নাই। তিনি আরো বিশেষ করিয়া
লিখিয়াছেন, পরমাত্ম-স্বরূপের সহিত জীবাত্মার
সম্বন্ধ কি, জীবাত্মা কিরূপে পরমাত্মাতে লয় পায়,
বেদমন্ত্রের স্বরূপ ও শক্তিই বা কি প্রকার, বেদান্ত
শাস্ত্রের আবৃত্তি করিলে যে ভাগ-বণ-জনিত পাপের
ক্ষয় হয় ইহার কারণ কি, এই সমস্ত বেদান্ত ও
মীমাংসা ঘটিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে
প্রকৃতরূপে জ্ঞান ও উপকার উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে।
এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিষয়ের বাস্তবিক সত্তা নাই,
যে সমস্ত বস্তু সংপদার্থ বলিয়া পতীয়মান হইতেছে,
সমুদায়ই অসংপদার্থ; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পরিজন-
বর্গও এরূপ অসং বস্তু, অতএব তাহারা স্নেহ ও মম-
তার পাত্র নহে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া
গার্হস্থ্যশ্রমের বহির্ভূত হইতে পারিলেই মঙ্গল, এই
সমুদয় টেদাস্তিক মত শিক্ষা করিলে, ছাত্রেরা গৃহধর্ম
ও সামাজিক কর্ম সম্পাদন করিতে কদাচ সুপারক
হইবে না। এই সমস্ত সদভিপ্রায় রামমোহন রায়ের

নিজ লেখনির মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে । উল্লিখিত শাস্ত্র সমুদায়কে পরস্পর পুরুষার্থ সাধক ভ্রান্তি-বর্জিত বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে ঐ সকল সুযুক্তি-মঙ্গল সম্বন্ধে তাঁহার রসনা হইতে কদাচ নিঃসৃত হইত না ।

চতুর্থতঃ ।—তিনি বেদান্তাদি কতিপয় হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে উল্লিখিত পাত্রের পুস্তকটি সন্দেহপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন ; কোবান, ও জাইবেল প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রবিষয়ে তদনুরূপ অনাস্থা-সূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতুহল হইতে পারে । তাঁহাদের যে কৌতুহলও চরিতার্থ হইবার উপায় আছে । তাঁহার পণ্ডিত্যে মতামত জইয়া লোকসমাজে বাদানুবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি পুণ্যেই অনুভব করিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়া তদ্বিষয়ে পারসীক ভাষায় একখানি উৎকর্ষ পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন । ঐ গ্রন্থের নাম “তোহকতুলমোহদীন” । উহার অর্থ, একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার । বাস্তবিক উহা অমূল্য উপহারই বটে । ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে তাঁহার মতামত বিষয়ে কাহারো আর সংশয় থাক সম্ভব নহে । তিনি, ঐ পুস্তকে একমাত্ররূপ পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, মৰ্ম্মপ্রকার প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে এতাদৃশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন যে তদীয় মাতৃনা হইতে তাহাদিগের পরি-ত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই ! তিনি উহাতে নির্দেশ করিয়াছেন, ভ্রান্তবাদের দর্শ-প্রয়োগকেই দেশবিশেষে, কাল-বিশেষে, শাস্ত্র-বিশেষ কখনা

করিয়াছেন, আপনাদের সার্থসাধন ও আপন ধর্মের
গৌরব-বর্জিত জনা দেন দেবাদি খটিত উপাখ্যানাদি
রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত বাপািরেব নিগূঢ় তত্ত্ব ন্যাক
সাপাদনের নোদগমা হইতে পারে না, তাহা ঐশী
শক্তি সম্পন্ন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়া-
ছেন, এবং কার্যাকারণ প্রণালীর বরূপ তত্ত্ব নির্ধারণ
ও প্রতিপাদন করা করিয়া অশেষবিধ কুসংসার পাশে
লৌক-সাপারগকে বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ঐ অমূল্য
প্রশ্নে দর্শ-প্রযোজকদিগের অলৌক-সামান্য অভ্যুত্থ
জ্ঞানসংপত্তির ও পরমেশ্বরের নিকট হইতে সানুগত
প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অলৌকিক প্রদর্শন করিয়াছেন।
এবং পূর্ব পরম্পরার অনুগত হইয়া পূর্ব পুরুষদিগের
যুক্তিবিরুদ্ধে বান্ধাব অবলম্বন করা যে অজ্ঞানের অন্ধ
ও অনর্থের মূল, তাহাও সুস্পষ্টে সপ্রমাণ করিয়াছেন।
তঁহার মতানুসারে, ভূমণ্ডলে যে সকল শক্তি পরমেশ্বর
প্রণীত বা আপ্তকথিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সমুদা-
নই ভ্রম ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে সমস্ত দর্শ প্রচা-
রক আপনাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত বা তাঁহার অসাপারন
অনুগ্রহপাত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও
ভ্রান্ত প্রমাদী বা প্রবঞ্চক। তাঁহার মতানুসারে, যিনি
আপনাকে অলৌকিক-শক্তি সম্পন্ন পুজাই বলিয়া পরি-
চিত করিয়াছেন, তিনি প্রতারক তাহার সংশয়
নাই। এবং যিনি পরমেশ্বরকে মানববৎ ভাগ-দেবাদি
বিশিষ্ট ও কোন সৃষ্টি পদার্থকে ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া
বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি ভ্রমাক্ষকারে আবৃত্ত তাহার-
ও সন্দেহ নাই। তাঁহার মতানুসারে বিশ্বরূপ বিশাল

শাস্তি পরনেই প্রণীত অবিনশ্বর ধর্মশাস্ত্র । তত্ত্বম
 অন্য সমস্ত শাস্ত্রই মানবজাতির মনঃকাপ্ত, ভ্রম
 প্রমাদে পরিপূর্ণিত এবং অরক্ষা-নশ্বর ও পরবর্তনীয় ।
 অগ্নিময় দিব্য এক আমাদের শাস্ত্র, সুমানস বিশুদ্ধ
 আমাদের শাস্ত্র, হীরকবৎ তারক-মালাও আমাদের
 শাস্ত্র, এক একটি উপবন এক এক খানি পবনমুন্দর
 জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থস্বরূপ । এক একটি উজ্জ্বল, তরিতরঙ্গ
 ময়ীন পত্র সেই গ্রন্থেব এক একটি পরম শোভাকর
 পত্র স্বরূপ । বনবিশ্বরী ভূগণ্যেব ও সাধারণ বিচক্ষ
 নদের সুকৌশল-সঙ্গম মনোহর শরীরই এক এক ধর্ম
 শাস্ত্র । আমাদিগেব আপন প্রকৃতিই আমাদিগেব
 এক এক পরম শাস্ত্র স্বরূপ । যে মজ্জের মানব
 ক্রতগামী বিরহপুঞ্জ পৃথিবীতলে উপনীত হইতে
 সমালস্য বহুর অধীত হয়, তাহ ও আমাদের শাস্ত্র ।
 তাহেব যে কাঁচি পক্ষ শোণিতবিন্দু আমাদিগেব হৃদ-
 যন্ত্রেব জই সত্যবাক্য কীর্ত্তন্য, তাহাই আমাদের
 শাস্ত্র । সত্যম্ সত্যম্ আমাদের ধর্মশাস্ত্র । বিপুল
 জ্ঞানময় আমাদের আচাৰ্য্য । মহাত্মা রামমোহন রায়
 এই আঁক প্রণীত শাস্ত্রেব অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া
 যে ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের ব্রাহ্ম-
 ধর্ম, তাহাই আমাদিগেব জ্ঞাপালা ও তাহাই আমা-
 দিগেব জেচার করা কর্তব্য । সে ধর্ম এই, জগতের
 সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্তা, একমাত্র অনন্তস্বরূপ সর্বজ্ঞ, সর্ব
 নিষ্কল, সকল মঙ্গলোন্নয় সর্কারগব বিবজ্জিত, বিচি-
 ত্ত্বজ্ঞান এবং অপরিজ্ঞেয় ও অনির্কচনীরস্বরূপ পর-
 মেস্বরই মানবজাতির পরম ভক্তি-ভাজন আরাধ্য

তঁাহার বিলম্বিত হৃদয়ঙ্গম ছিল যে মনুষ্যমানে যে সকল ভাবের উদয় হইতে পারে তন্মধ্যে সর্বাঙ্গি কার্যে অনন্তজ্ঞান-বিশিষ্ট অগৎপাতার ভাবই সর্ব-প্রধান । এই ভাব ক্রমে বর্দ্ধিত করণই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য । অগতীভূলে অন্যান্য বিষয়ের যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে এককালীন ক্ষুদ্রতম, এমন কি এককালীন অস্বর্হিত হইয়া যায় । এই জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্যের মহত্ব প্রকাশ এবং একমাত্র এই জ্ঞানই ঐহিক ও পারত্রিক সুখের উৎস স্বরূপ । রামমোহন রায় নিশ্চিত বোধ করিতেন যে এই সংস্কারটি স্বদেশীয় ভ্রমসাক্ষর ভ্রাতৃবর্গের মনঃক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে বপন করিবার কাবণই তিনি ভারতবর্ষে ভ্রম গৃহণ করিয়াছিলেন ।

তঁাহার কোন আন্তরিক বন্ধু তঁাহার বিষয়ে যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা নিম্নভাগে প্রকটিত হইল ।

" তঁাহার বয়ঃক্রম বড়ই বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই এই সংস্কারটি তঁাহার মনে দৃঢ়ীভূত হইল যে মনুষ্য-সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত ধর্ম্মই একমাত্র উপায় এবং ধর্ম্ম বিরহে জনসমাজে নানাপ্রকার বিবসন্ন ফলোৎপত্তি হয় । তঁাহার জীবন সময়ে কলিকাতা নগরীতে এক নব্য সম্প্রদায় উপস্থিত হয় । ইহাদিগের চরিত্র দর্শনে তিনি এককালীন বিমোহনসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন । অনেক সুশিক্ষিত গুণবান ও বহুসম্মান নিরঙ্কর যুবকেরা এই দলভুক্ত ছিলেন । পরে অনেক যুগলিন কিছু আনিয়া এই দলে সংমিশ্রিত হইয়াছিল । উভয় গ্রন্থ ও বিজ্ঞানখাজাদি পাঠ করত স্বাভাবিক

পৌত্তলিক ধর্মের এই সম্প্রদায়ের আস্থা ছিল না, কিন্তু
 হুংখের বিষয় এই যে ইহারা উক্ত ধর্মের পরিবর্তে
 অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করেন নাই। প্রাচীন সম্প্র-
 দায়ী পৌত্তলিক হিন্দুগণকে তিনি ইহাদিগের অপেক্ষা
 অত্যন্ত প্রশংসিত ও নির্দোষী স্বীকার করিতেন। তিনি
 নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অবনীতলে এমন
 তুফান নাই বাহা নাস্তিক দ্বারা সম্পন্ন হইতে না
 পারে।”

আহা, মহাত্মা রামমোহন হুর্ভাগ্যবশতঃ বাহাদিগ-
 হইতে প্রতিদণ্ডেই অনিষ্ট শকা করিতেন, তাঁহার
 মৃত্যুর পর এপর্যন্ত তাহাদিগের সম্মুখা এককালীন
 অসম্মা হইয়া উঠিয়াছে। এই মর্ক-ধর্ম বিনাশক যুবক-
 দলে হিন্দুজাতিমধ্যে প্রধান দুই জাতি করিয়া ভুলি-
 য়াছেন। এক ভাগের লোকেরা কালী চূর্ণা ইত্যাদির
 পূজা করিতেছেন, অন্য ভাগের যুবকদল নাস্তিক হইয়া
 পড়িয়াছেন। একদল চতুর্দিক কোণী দেব দেবীর অস্তিত্বে
 বিশ্বাস করিতেছেন, অন্য দল একটিরও অস্তিত্বে বিশ্বাস
 করিতেছেন না। এক দলের লোকেরা নিশ্চয় প্রত্যয়
 করিতেছেন যে পৃথিবী অসম্মা দেব দেবাদের দ্বারা
 শাসিত হইতেছে, অন্য দলে বুঝিয়া বসিয়াছেন যে
 জগতের শাসনকর্তা কেহই নাই। হায় হায়, কি
 হুংখের ব্যাপার যে ইহারা অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াও
 ধর্মপথের পাঁছ হওত মানবজন্ম সার্থক করিতে অক্ষম
 পড়িল! বিদ্যার ও নানাবিধ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কি এই
 ক্ষণ দর্শিল? ইহাতে কি কোন প্রকার মহত্ব

হইতেছে? ইহা স্বীকার্য্য বটে, যে প্রত্যয় অর্থে অনেকের

বলিয়া থাকেন তাঁহার। ঈশ্বরের অস্তিত্বই বিশ্বাস
করেন, কিন্তু সেটি শুধু কেবল মৌখিক, বাস্তবিক নয়,
সাক্ষাদিগেব কাণাধারা। তাই একাশ গাইতেছে ।
অনেকে বাস্তব করেন যে তাঁহার। সর্বোচ্চাতি সনাতন
ব্রাহ্মধর্মাবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা কাটা করিতেছেন,
কিন্তু প্রাচ্যের যেন কর্তব্য কর্তব্য তথা করিতে কাহাকেও
চিন্তা হয় না । সুতরাং তাঁরা সত্যিকার বাস্তবিক অন্য
কি নাহি কিছু হইতে পারেন ।

ইহা পৌত্তলিক ধর্মোদ্ধার শিল্পীগণ আশঙ্কায়
অপন্ন, তাই রামমোহন রায় যে এ নাস্তিক্যময় নাস্তিক
ব্রাহ্মত্ব তাহাতে অসামান্য বিতর্ক করিয়া আর
কোন কারণ নাই । তাহা তত্ত্বের পদমণ্ডল প্রায়
পূর্ণ যে আধুনিক এমন কখন বলা যাউতে পারে না ।
যেহেতুক সকল জ্ঞানের পক্ষে সকল সময়ে জ্ঞানবান
মহাত্মাদিগেরই এই ধর্ম ছিল । পুরাতন কালে সজ্ঞে-
তিস্ এবং পৌত্তলিক এই ধর্ম ছিল । সামান্য মানব এই
ধর্ম ছিল এবং পদুনাগের পরম জ্ঞানবান মহাত্মা
নেকনেরই এই ধর্ম ছিল । রামমোহন রায়ের যে
কেবল একমাত্র হিন্দুধর্মাবলম্বনের সঙ্গিতই ধর্মযুক্ত
নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল এমত নহে, নাস্তিক-দলের
প্রবোধ জ্ঞানও তাঁহার এক প্রধান কর্ম্য হইয়া উঠিয়া-
ছিল । তিনি যে এই উভয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার
সম্যক উপযুক্ত ছিলেন সেটি প্রতিপাদন করা বাহুলা
মাত্র । তিনি এরূপ অলৌকিক গুণহারে বিভূষিত ছি-
লেন যে অবস্থাবিশেষে স্থিত হইলে তিনি ভারতভূমির
সহস্র অত্যাবশ্যক উপকার করিতে সমর্থ হইতেন ।

রামমোহন রায় ।

রামমোহন রায়ের ধর্মাবিষয় ইণ্ডোচিভ লিখিত হইল । তিনি অন্যান্য বিষয়েও এক জন প্রবাসী ও অতি মহৎবাঞ্ছা ছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । আত্মিককাল হইতে ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত যত মহাকাহি জ্ঞানগ্রহণ করিয়াছেন তিনি তাহারভেদে মতো প্রধুন বলিয়া গণ্য । এমন কি, তাঁহাকে মনুষ্য জাতির মধ্যে এক জন প্রবাসী বলিলেও বলা যাইতে পারে । তিনি যে কেবল পুরুষপার্শ্বিক জ্ঞানবান এবং সুস্বরুদ্ধি ষ্ট ছিলেন এমনত নহে । তাঁহার অন্তরকরণও অতি মহৎ দয়ালীন ও পরোপকার-পরাধন ছিল । তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পরোপকার করা মনুষ্য জাতিরই অতীত করণা, এবং পরের দ্ব্যর্থ নোচন ও সুস্বরুদ্ধি করলে যাদুক পুথানুতর করা যায় এমনত তাব কিদূতাই হয় না । এমনত কথিত আছে যে তিনি শীত ঋতুর কোন এক প্রান্তকালে প্রভাত-সমীরণ ভেবন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমনত সময় দেখিলেন যে এক জন অতি বর্ষীয়সী স্ত্রী শাক সবজি সম্মুখে লইয়া দীনবেশে ও বিকলচিত্তে বসিয়া আছে । বুঝা ভারবহনে অতি ক্লান্ত হইয়া ক্রিষ্টকাল নিশ্রাম করণার্থে মস্তকহঠেতে ঝড়িঙ্গী নামাইয়াছিল, কিন্তু দৌর্ভাগ্যদ্বক উক্ত ঝাড়ি স্বীয়মস্তকোপরি পুনঃস্থাপিত করণে পারক হইয়া “বাজারের সময় অতীত হইল” বোধ এই ভাবনায় এককালীন বিষন্নবদনে বসিয়াছিল । রামমোহন রায় তাহাকে দেখিবামাত্রই তাহার মনের এই বুদ্ধিতে পারিয়া আত্মস্থ বাস্ত সমস্ত হইয়া স্বীয় দ্ব্যর্থ বুঝার মস্তকোপরি ঝাড়ি স্থাপিত করিয়া দিলেন ।

যে সকল ব্যক্তি নৈর্দিক ও পরাক্রম প্রকাশ করত অপরায়ণ জাতিবিশেষে জয়পত্রিকা উড়ান করিয়া স্বীয় বংশোদ্ভূত করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহারা যুদ্ধে পুণ্য প্রকাশ করত পুরস্কৃত মধ্যে গণ্য হইয়া নৈকম ও নীরব বংশোদ্ভূত হইয়াছেন, মহাশয় তাঁহারা রানমোহন রাইকে তাঁহাদিগের মতো স্বয়ং ও অগণন বর্গে গণ্য করি পাঠকবৃন্দ আমাদেরকে অনুমতি দেনে দ্বিগত করিবেন না। কুমন্ত্রকার পরতল ব্যক্তিগণকে যে সকল নিরর্থক আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল স্বীয় সাহস-বলে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, ক্রান্তিরহিত অধ্যবসায়কে একমুখি সহ্য করিয়া, সংসাহসের সাহায্যে বিপদ-বলের কাড়নাতে পরাজিত করিয়া, দেশের হিত সাধন ত্রুটি ছাড়াই সমাপ্ত করিয়া, এবং "সত্যধর্ম প্রচারদ্বারা মানবকুলের মহাপ্রকার সাধন করিব" এই আশা মনোমতো প্রেরণ করিয়া, হিন্দু-জাতিতে কাম্পনিক ধর্ম হইতে উদ্ধার করিয়া, পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্মে তাঁহাদিগের আস্থা স্থাপন করাইবার জন্য তিনি অহর্নিশী কি শারীরিক, কি মানসিক, পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এইকণে রানমোহন রাইকে অসংখ্য ব্রহ্মসংস্কার বর্ষের পুরস্কৃতের এক প্রধান অঙ্গ বর্ণিত হইবেক। তাঁহার জীবনকাল, একজন্মীয় পুরস্কৃতের সেই কাল যে কালে ইহার ব্যক্তিগণের মানসিক ও নানারি বর্ধিত উন্নতি ও মঙ্গলের সুসংগত হইয়াছে। যৎকালীন রানমোহন রাই জন্ম গ্রহণ করেন, তৎকালকার কলিকতার ও কাম্পনিক ধর্মরূপ শাস্ত্রী ভারতবর্ষের এক

সীমা হইতে সীমাহীন পর্যন্ত সীম পক্ষপৃষ্ঠের দ্বারা
আবৃত করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সময়ে সেই
পক্ষির পক্ষ অনেক জানেই ভিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।
এমন কি জ্ঞানরূপ ভীষণতার তরবারির প্রহারে স্থান
বিশেষ এককাদীন পক্ষাবরণ হইতে নির্মুক্ত হইয়াছে।
তাঁহার জীবনকালে এবং একগেও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাচার
হিন্দুগণের সম্বন্ধ। অধিক আছে বটে, কিন্তু তিনি বর্ত-
মান থাকিতে থাকিতেই হিন্দুজাতির মধ্যে প্রধান
দুই বিভাগ হইয়াছিল এবং সেই বিভাগ একগে
সুস্থপক্ষে হইতে দৃষ্ট হইতেছে। তিনি যে নরকভাষি
বিবর্তিত মর্কোৎকর্ষ ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন
তাহা দিন দিনই পৃথিবীমণ্ডলে বিস্তারিত হইতেছে।
হিন্দুজাতির যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধ
ধর্ম্মকে রক্ষণার্থী করিয়া সীম নরক উন্নত রাখিয়াছিল
এবং দুর্বল যবনগণ কর্তৃক ভীষণরূপে মনরে আক্রান্ত
হইয়াও কোনক্রমে পরাক্রম হয় নাই, সুনিখাত মহাত্মা
রাজা বামমোহন রায় সেই ধর্ম্মের মর্কোৎকর্ষ করিয়া
ভারতমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।
তৎপূর্বে ভারতভূমির কোন ব্যক্তিই স্বজাতীয় ধর্ম্মের
সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন নাই।
তিনিই মন্ত্র তন্ত্র ও মানাবিধ আবারুদ্ধিক কুসংস্কার
পরাক্রম বদেয়ীরা ভাতৃবর্গকে ধোরমায়া নিজা হইতে
জাগরিত করাইয়া তাহাদিগের, কদম্বকম করিয়াছিলেন
এবং ত্রক একমাত্র, দ্বিতীয় নাই। বদ্যাপিত এইক্রমে
সংস্কারপিত ধর্ম্মাবলম্বিগণের সম্বন্ধ। অত্যন্ত অল্প,
— ইহা স্বতন্ত্রকর্তে বলি যাইতে পারে যে উক্ত

সম্রাট দিন দিন বর্ধিত হইবে। যে বিমল ধর্মজ্যোতি
পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারি দিক বিকীর্ণ হইবে
তাহা ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হইতেছে। জগদীশ্বরের
রূপায় যেদিন অচিরেই আগত হইবে যেদিন লক্ষ
মুখা, বাঁহারা এইক্ষণে অজ্ঞানতা বশতঃ নানাবিধ
কাম্পনিক ও ভ্রমপূর্ণ ধর্মে আত্ম স্থাপন করিয়া সন্তুষ্টি-
চিত্ত রহিয়াছেন, আগন্তু ধর্মের অলৌকিক প্রদর্শন
করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান নিরবয়ব পর-
মেশ্বরকে মনের সহিত প্রীতি ভক্তি ও পূজা করিবেন
এবং সুতরাং তৎসময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন
সকল মনের সন্তোষ লাভ প্রদান
করিয়া তৎপ্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিবেন।

